কারিতাস রবিবার
বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৯ ◆ ১৫ - ২১ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

আর্চবিশপ মাইকেল এম রোজারিওকে
সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হোক

ত্যাগ ও সেবা কী এবং কেন

তপস্যাকাল : শ্রবণ ও একসাথে যাত্রার আহ্বান

“তপস্যাকাল: জীবন রূপান্তরের উপযুক্ত সময়”

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র এবছরের ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা **'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৮,০০০ টাকা
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২০,০০০ টাকা
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২০,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১২,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৭,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৮,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,৫০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	৩,০০০ টাকা

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ

ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ০৯
১৫ মার্চ - ২১ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
১ চৈত্র - ৭ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাসে ঋদ্ধ হই ত্যাগ সেবাতে

প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাস-এই তিনটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে ত্যাগ ও সেবার পথে পরিচালিত করে। বিশ্বের প্রায় সব ধর্মেই ত্যাগ ও সেবার গুরুত্ব পরীলক্ষিত হয়। মুসলমান ভাইবোনেরা রমজান মাসে রোজা রাখেন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন ধর্মীয় উপলক্ষে উপবাস পালন করেন, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও উপবাস ও সংযমের চর্চা করেন। খ্রিস্টবিশ্বাসীরাও তাঁদের আদর্শ যিশু খ্রিস্টকে অনুসরণ করে তপস্যাকালে চল্লিশ দিনের উপবাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের চর্চা করেন। উপবাসের মাধ্যমে খাদ্য ত্যাগ মানুষের জীবনে ত্যাগের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়। এই ছোট ত্যাগই মানুষকে বড় ত্যাগের পথে সাহসী করে তোলে। কারণ প্রকৃত ত্যাগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কষ্ট, সংযম এবং গভীর ভালোবাসা।

তবে কেবল শারীরিক অনুশাসন বা স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে উপবাস পালন করলে তা প্রকৃত ত্যাগ হয়ে ওঠে না। প্রকৃত ত্যাগ তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং অন্যের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়। কৃচ্ছ্রসাধন, মিতব্যয়িতা এবং আত্মসংযমের মাধ্যমে যে সঞ্চয় হয়, তা যদি আমরা দীন-দুঃখী মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে পারি, তখনই ত্যাগ এর পূর্ণতা আসে। সৃষ্টিকর্তা সকল মানুষকেই ত্যাগ ও সেবার ক্ষমতা দিয়েছেন। সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যদি মানবসেবায় এগিয়ে আসি, তবে সমাজে সত্যিকারের পরিবর্তন সম্ভব।

খ্রিস্টবিশ্বাসীরা তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবারে পালন করে কারিতাস রবিবার। 'কারিতাস' শব্দটির অর্থ ভালোবাসা। মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সেবাই সব ধর্মের মূল শিক্ষা। মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসা সম্ভব। যিশু খ্রিস্ট তাঁর জীবন ও শিক্ষায় ভালোবাসা ও সেবাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনে সেই ভালোবাসা বাস্তবায়িত হয় তখনই, যখন আমরা দরিদ্র, প্রান্তিক ও বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াই এবং তাদের মর্যাদা ও সম্মান দিই।

বাংলাদেশে মানবসেবার এই চেতনা ছড়িয়ে দিতে কারিতাস বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কারিতাস বাংলাদেশ দয়া, ভালোবাসা ও সেবার কার্যক্রমকে সক্রিয় ও গতিশীল রাখতে সচেষ্ট। ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে মানুষের মাঝে মানবিকতা ও সহমর্মিতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ত্যাগ ও সেবা অভিযানের এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো - "প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাস: আত্মরূপান্তরের পবিত্র আহ্বান"। এই আহ্বান কেবল কোনো নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীর জন্য নয়; বরং সমগ্র মানবসমাজের জন্য একটি সর্বজনীন ডাক।

দরিদ্রদের সেবা ও ভালোবাসার পথে সবচেয়ে বড় বাধা আমাদের অহংবোধ, আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা। যদি আমরা নিজের আমিত্বকে একটু কমিয়ে অন্যকে মর্যাদা দিতে শিখি, নিজের কথাকে নিয়ন্ত্রণ রাখি, অন্যের কথা শ্রবণ করি, কিছু সময়ের জন্য হলেও বিলাসী জীবনযাপন থেকে বিরত থাকি, মন্দ চিন্তা ও আচরণ পরিহার করি - তবে আমাদের অন্তর আরও মানবিক হয়ে উঠবে।

তপস্যাকালের এ যাত্রায় আমরা অনেকেই প্রার্থনা, উপবাস, দয়াকর্ম এবং আত্মসমালোচনার সুযোগ পাচ্ছি। এই সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে নিজেদের দুর্বলতা ও পাপ থেকে মুক্ত হয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করি। আমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে মঙ্গলচর্চা শুরু করি, তবে ধীরে ধীরে সেই চর্চা সমাজব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। অন্য কেউ আমার জন্য ভালো কিছু করবে - এই অপেক্ষায় না থেকে আমিই যদি প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তবে একসময় 'আমি' ও 'তুমি' মিলেই 'আমরা'-তে রূপান্তরিত হবো। তখনই সমাজে মানবিকতার সংস্কৃতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতায় বলীয়ান প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও মানবিকতার কাণ্ডারী। ১৮ মার্চ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী। মৃত্যুতে তিনি আরো মহীয়ান হয়েছেন। তাঁর সহজ-সরল কিন্তু প্রার্থনাময় জীবনযাপন এবং দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতা তাঁকে ভক্তজনের হৃদয়ে উত্তম পালক করে রেখেছে।

প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়–মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায়। তাই আসুন, ত্যাগ ও সেবার পথে একসাথে চলি এবং দুঃখী ও প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবতা চর্চায় বিশ্বস্ত হই। †

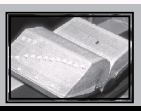

যদি অন্ধ হতেন, তাহলে আপনাদের পাপ থাকতো না, কিন্তু এখন যে আপনারা বলছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের পাপ রয়েই গেছে। *(যোহন ৯:৪১)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

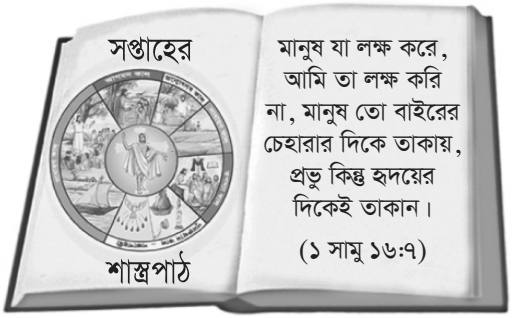

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৫ মার্চ - ২১ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১৫ মার্চ, রবিবার
তপস্যাকালের ৪র্থ রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪) **কারিতাস রবিবার**
১ সামু ১৬: ১, ৬-৭, ১০-১৩, সাম ২৩: ১-৬, এফে ৫: ৮-১৪, যোহন ৯: ১-৪১ (সংক্ষিপ্ত ৯: ১, ৬-৯, ১৩-১৭, ৩৪-৩৮)

১৬ মার্চ, সোমবার
তপস্যাকালের ৪র্থ সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
ইসা ৬৫: ১৭-২১, সাম ৩০: ১, ৩-৫, ১০-১২, যোহন ৪: ৪৩-৫৪

১৭ মার্চ, মঙ্গলবার
তপস্যাকালের ৪র্থ সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
এজে ৪৭: ১-৯, ১২, সাম ৪৬: ১-২, ৪-৫, ৭-৯, যোহন ৫: ১-১৬

১৮ মার্চ, বুধবার
তপস্যাকালের ৪র্থ সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
ইসা ৪৯: ৮-১৫, সাম ১৪৫: ৮-৯, ১৩-১৪, ১৭-১৮, যোহন ৫: ১৭-৩০

১৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফ, মহাপর্ব
২ সামু ৭: ৪-৫, ১২-১৪, ১৬, সাম ৮৮: ২-৩, ৪-৫, ২৬, ২৮, রোমীয় ৪: ১৩, ১৬-১৮, ২২, মথি ১: ১৬, ১৮-২১, ২৪, (বিকল্প লুক ২: ৪১-৫১)

২০ মার্চ, শুক্রবার
তপস্যাকালের ৪র্থ সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
প্রজ্ঞা ২: ১, ১২-২২, সাম ৩৪: ১৬-২০, ২২, যোহন ৭: ১-২, ১০, ২৫-৩০

২১ মার্চ, শনিবার
তপস্যাকালের ৪র্থ সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)
জেরে ১১: ১৮-২০, সাম ৭: ১-২, ৮-১১, যোহন ৭: ৪০-৫৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৫ মার্চ, রবিবার
+ ২০০৪ ব্রা. লিগরী ডেনিয়ার, সিএসসি (ঢাকা)

১৬ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৮৭ সি. তেরেজা গাল্লেয়ানী, পিমে
+ ১৯৯৬ সি. তেরেজা গ্রেগোয়ার, সিএসসি
+ ২০১৫ সি. বেনেদেত্তা মণ্ডল, এসসি (রাজশাহী)
+ ২০২০ সি. অত্তিলিয়া নাভা, এসসি (খুলনা)
+ ২০২৪ ফা. অনল টেরেন্স ডি'কস্তা, সিএসসি (ঢাকা)

১৭ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৪ ফা. যোসেফ প্যাটেনৌউড, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৫ ফা. নির্মল কস্তা, (রাজশাহী)
+ ২০১৯ ফা. আলফিও কুনি, এসএক্স (খুলনা)

১৮ মার্চ, বুধবার
+ ২০০৩ সি. মলি ইমেল্ডা গমেজ, এসএসএমআই (ময়মনঃ)
+ ২০০৭ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও (ঢাকা)
+ ২০১১ ফা. লুইজি স্কুক্কাতো, পিমে (রাজশাহী)
+ ২০২০ ফা. সিরিল টপ্প (দিনাজপুর)
+ ২০২৪ সি. মেরী মাইকেল, এসএমআরএ

১৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৩ ব্রা. জোরার্ড টুর্কেট, সিএসসি

২০ মার্চ, শুক্রবার
+ ১৯৯৭ ফা. আলফ্রেড জে, নেফ. সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৮ সি. মেরী আরনেস্টিন গমেজ, আরএনডিএম (ঢাকা)

২১ মার্চ, শনিবার
+ ১৯৬০ ফা. জেমস মার্টিন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফা. এনরিকো ভিগানো, পিমে (দিনাজপুর)

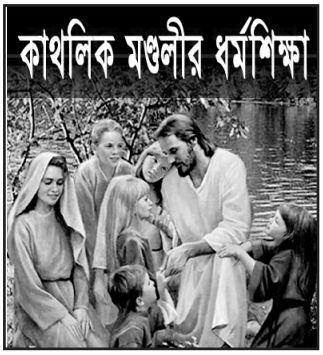

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২১৩০ অবশ্য এমনকি প্রাক্তন সন্ধিতে ঈশ্বর মূর্তি তৈরীর বিধান বা অনুমতি দিয়েছিলেন - যা প্রতীকরূপে দেহধারী বাক্যের মাধ্যমে মুক্তির নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, ব্রঞ্জ নির্মিত সর্প, সন্ধির নিয়ম-সিন্দুক ও খেরূপমূর্তি।

২১৩১ দেহধারী বাক্যের রহস্যকে ভিত্তি করে নিসিয়াতে অনুষ্ঠিত সপ্তম মহাসভা (৭৮৭খ্রীষ্টাব্দ) মূর্তিপূজকদের বিরোধিতা অক্ষুণ্ন রেখেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বর জননী, দেবদূতগণ এবং সাধু-সাধ্বীদের প্রতিকৃতি বা মূর্তির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন বৈধ ঘোষণা করে। ঈশ্বরপুত্র তাঁর দেহধারণের মাধ্যমে প্রতিকৃতির নতুন "ব্যবস্থা" প্রবর্তন করেন।

২১৩২ মূর্তি বা প্রতিকৃতির সামনে খ্রীষ্টানদের ভক্তি প্রদর্শন প্রথম আজ্ঞার বিরুদ্ধে নয়, যা দেব-দেবীর পূজা নিষিদ্ধ করে। বস্তুতঃ মূর্তি বা প্রতিকৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আড়ালে যিনি ছিলেন বা আছেন তাঁর প্রতিই করা হয়। যে-কেউ প্রতিকৃতিকে শ্রদ্ধা করেন তিনি সেই ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করছেন যার চিত্র অঙ্কন বা প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হয়েছে। পবিত্র প্রতিকৃতি বা মূর্তির প্রতি দেখানো সম্মান হচ্ছে শ্রদ্ধাসূচক ভক্তি, পূজা নয়। কারণ পূজা একমাত্র ঈশ্বরের প্রাপ্য।

ধর্মীয় উপাসনা সরাসরি প্রতিকৃতি বা মূর্তির উদ্দেশে করা হয় না, বরং এগুলো কেবল বন্ধু বলেই গণ্য করা হয়, তবে প্রতিকৃতি তাদের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক আমাদেরকে দেহধারী ঈশ্বরের দিকেই চালিত করে। প্রতিকৃতির দিকে আমাদের মনোযোগ প্রতিকৃতির মধ্যেই সমাপ্তি ঘটায় না, বরং এটা যার প্রতিকৃতি তার দিকেই নিয়ে যায়।

সারসংক্ষেপ

২১৩৩ তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি

দিয়ে ভালবাসবে (দ্বি: বিবরণ ৬:৫)।

২১৩৪ প্রথম আজ্ঞা মানুষকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে, তাঁতে আশা রাখতে এবং সবকিছুর উর্ধ্বে তাঁকে ভালবাসতে আহ্বান জানায়।

২১৩৫ 'তুমি তোমার ঈশ্বরকে উপাসনা করবে' (মথি ৪:১০)। ঈশ্বরের আরাধনা, তাঁর কাছে প্রার্থনা, তাঁকে তাঁরই প্রাপ্য উপাসনা নিবেদন, তাঁর কাছে করা প্রতিজ্ঞা এবং মানত পূরণ করা হচ্ছে ধর্মজাত পুণ্যগুণের কাজ যা প্রথম আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার আওতায় পড়ে।

২১৩৬ ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক উপাসনা নিবেদনের কর্তব্য মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিক জীব হিসেবে দায়বদ্ধ করে।

২১৩৭ "বর্তমান যুগের মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধর্ম পালন করতে চায় স্বাধীনভাবে" (২য় ভা. মহাসভা: ধর্মীয় স্বাধীনতা ১৫)।

২১৩৮ কুসংস্কার হচ্ছে সত্য ঈশ্বরকে দেয়া উপাসনা হতে সরে যাওয়া। এর প্রকাশ ঘটে প্রতিমা পূজায়, এবং বিভিন্ন দৈবজ্ঞগিরি বা যাদুবিদ্যার মাধ্যমে।

২১৩৯ ঈশ্বরকে কথায় ও কাজে পরীক্ষা করার অর্থ পবিত্র বস্তুর অবমাননা এবং অর্থের বিনিময়ে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও পদের ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে ধর্মহীনতার পাপ যা প্রথম আজ্ঞায় নিষিদ্ধ।

২১৪০ নাস্তিকতা যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করে, সেহেতু তা প্রথম আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ।

২১৪১ পবিত্র প্রতিকৃতি বা মূর্তির প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনের ভিত্তি হচ্ছে ঐশ বাণীর দেহধারণের রহস্য। তা প্রথম আজ্ঞার বিরুদ্ধে নয়।

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

তপস্যাকালের ৪র্থ রবিবার

প্রথম পাঠ: ১ সামু ১৬: ১, ৬-৭, ১০-১৩,
দ্বিতীয় পাঠ: এফে ৫: ৮-১৪
সুসমাচার: যোহন ৯: ১-৪১

খ্রিস্টেতে বিশ্বাসী খ্রিস্টভক্তজনেরা; দেখতে দেখতে আমরা তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিত্তকালের ৪র্থ রবিবারে এসে উপস্থিত হয়েছি। তপস্যাকালের ৪র্থ রবিবারকে বলা হয় 'শুভ রবিবার' (Laetare Sunday)। আর এই শুভ রবিবারে প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদের জীবনে আলো হয়ে আসেন। তিনি আলো হয়ে জাগতে প্রবেশ করেছেন, যাতে তিনি সমগ্র সৃষ্টির ভালো করতে পারেন। মঙ্গলসমাচারে আজকে যে অন্ধ লোকটিকে তিনি সুস্থ করে তুলেছেন, সেদিন ছিল বিশ্রামবার। কিন্তু তিনি মানুষের ভালো করেছেন। অন্ধের দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন। এবং দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠে আমরা শুনতে পাই। বিশ্বাসীরা আলোর পথে চলবে এবং আলো নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই আমরা বলতে পারি; "যিশুই আমাদের জীবনের আলো"।

আমরা যদি সৃষ্টির কাহিনী দেখি, বাইবেল অনুসারে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে। বর্তমানে ইউটিউবে সৃষ্টির কাহিনী নিয়ে অনেক ভিডিও দেখা যায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং বাইবেলীয় ভাবে। ঈশ্বর যখন সমগ্র সৃষ্টি শুরু করেছেন তখন তিনি প্রথম সৃষ্টি করেছেন আলো এবং আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করেছেন। অন্যদিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সৃষ্টির কাহিনীতে আমরা দেখি যে একটা উদ্‌গীরণ/উদ্‌ঘাটন (Revelation) হয়েছে এবং তারপর সৃষ্টি শুরু হয়েছে; সেখানেও প্রথম যে সৃষ্টি হয়েছে সেই সৃষ্টি আলো। আলোতেই সূচনা করেছে সৃষ্টি। প্রভু যিশু খ্রিস্ট সৃষ্টির অগ্রজাতক। তিনি সৃষ্টির পর্বে ছিলেন। তিনি আলো, তিনি জীবন। তিনি সবার ভালো করতে আসেন।

ইহুদীরা এবং ফরিসিরা যিশুর বিরোধিতা করেছেন কারণ তিনি (যিশু) বিশ্রামবারে এই কাজ করেছেন। আমাদের মনে রাখা দরকার এবং মনে রাখতে হয় যে, কোন রীতিনীতি, বিধি-বিধান, আইন-কানুন, সে হোক সামাজিক ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় তা হয় সবার সার্বিক মঙ্গলের জন্য। আর সেই আইন যখন সার্বিক মঙ্গলের জন্য হয় না তখন সেটা মানুষের মঙ্গল করে না এবং সেটা পরিমার্জন পরিবর্ধন ও সংশোধনের সময় এসেছে। যিশু খ্রিস্ট মানুষের ভাল করতে বিশ্রামবারের নিয়মের ঊর্ধ্বে গিয়ে তাঁর মমতা দেখিয়েছেন। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা দেখিয়েছেন।

আজকের প্রথম শাস্ত্রপাঠে দেখি রাজা বেছে নেওয়া হয়েছে। জগতের মানুষের দৃষ্টিতে যা সুন্দর, যা দেখতে চকচকে, তকতকে, ঝকঝকে, ভাল বাড়িটা, সুন্দর/সুন্দরী নর-নারীটা, দামী জিনিসটা আমরা সবাই পছন্দ করি। কিন্তু ঈশ্বর তা করেন না। ঈশ্বর মানুষের বাহ্যিকতা নয় বরং হৃদয় দেখে, অন্তর দেখে বিশ্লেষণ করেন, বেছে নেন। যেমনি রাজা দাউদকে বেছে নিয়েছেন ও অভিষিক্ত করেছেন। তাই আমাদের অন্তরকে সুন্দর করতে হয়। খ্রিস্টের আলোয় আলোকিত হয়ে, আমাদের স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, পরচর্চা, পরনিন্দার অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আমরা যেন ভালোর দিকে যাত্রা করতে পারি, প্রায়শ্চিত্তকালে মণ্ডলী এই আহ্বান জানান।

আজকে সামসঙ্গীতে আমরা দেখতে পাই, *(সামসঙ্গীত বা গীতসঙ্গীত : ২৩)* সেখানে বলা হয় 'ভগবান আমার রাখাল; আমার কিসের অভাব বা সদা প্রভু আমার পালক; আমার অভাব হইবে না'। আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা প্রভু যিশুতে বিশ্বাস করেছি। বাণীতে বিশ্বাস করেছি। ত্রি-ব্যক্তি পরমেশ্বরের নামে দীক্ষাস্নাত হয়ে আমাদেরকে খ্রিস্টবিশ্বাসী, খ্রিস্টভক্ত ও খ্রিস্টান হিসেবে পরিচয় প্রদান করে থাকি। তাই খ্রিস্ট যিশু যিনি আলো, তিনি আমাদের ভরসা, তিনি আমাদের পালক আমার রাখাল। আমরা তার পালের মেষ। তাঁকে (যিশু) অনুসরণ করি আমরা পথ চলি। আলো জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতি বছরের ন্যায় প্রায়শ্চিত্তকালের ৪র্থ রবিবার আমরা কারিতাস রবিবার হিসেবে পালন করে থাকি। কারিতাস রবিবার, কারিতাস একটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ দাঁড়ায় ভালবাসা, দয়াদান। আমাদের সবার ত্যাগ এবং সেবার মধ্য দিয়ে জীবনের আনন্দ উপলব্ধি করি এবং সেই ত্যাগ ও সেবার দান দিয়ে অন্যদেরকে আনন্দিত করি তার মানে আমরা আমাদের জীবনের আলোকে, জীবনের সৌন্দর্যকে অন্যের সাথে সহভাগিতা করি। আমরা খাদ্য দেই, বস্ত্র দেই। কোন মানুষকে খাদ্য দেওয়া তার মানে তাকে জীবন দেওয়া। কোন মানুষকে বস্ত্র চিকিৎসা মৌলিক চাহিদা পূরণ করা তার মানে তার মানবীয় মর্যাদা মূল্যবোধ রক্ষা করা। আমরা তাই করছি।

আমাদের দান হোক সেবার, ভালবাসার। প্রিয়জনেরা এই রবিবারে মণ্ডলী আমাদের জন্য আহ্বান জানান শাশ্বত আলো যা জগতে প্রবেশ করেছেন তাঁকে গ্রহণ করতে। সেই আলোকে অনুসরণ করেই আমাদের জীবনের পরিবর্তন ঘটাই। খ্রিস্টের আলোয় আলোকিত হয়ে সমস্ত অশুচিতা, দুর্বলতা, মানবীয় ও আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব থেকে আমরা শুচি হয়ে শুদ্ধ হই এবং প্রস্তুতি নেই তীর্থযাত্রী হয়ে খ্রিস্টের পুনরুত্থান উৎসবে অংশগ্রহণ করতে। আমরা সহযাত্রী হিসেবে যাত্রা করি। খ্রিস্ট প্রভুর আলো আমাদের আলোকিত করুক। আমাদের যাত্রা হোক সুন্দর, আনন্দপূর্ণ, গঠনমূলক এবং সম্মিলিত যাত্রা। আর এভাবেই আমরা হয়ে উঠি ফলশালী ও শক্তিশালী। কারণ মণ্ডলী (খ্রিস্ট যিশু) বলেন; "তোমরা ফলবান হও" *(আদি. ১:২৮)*। প্রভু তাঁর বাণীর গুণে আমাদের আশীর্বাদ দানে ধন্য করুণ ॥

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আমরা অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতিবারের ন্যায় এবারও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। তাই আপনাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কলাম এবং ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া এবং আঁকা ছবিও পাঠাতে পারেন।

আপনাদের লেখাগুলো অবশ্যই ২০ মার্চ- এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ রইল।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

তপস্যাকাল-২০২৬ উপলক্ষে পোপ ১৪শ লিও-এর বাণী

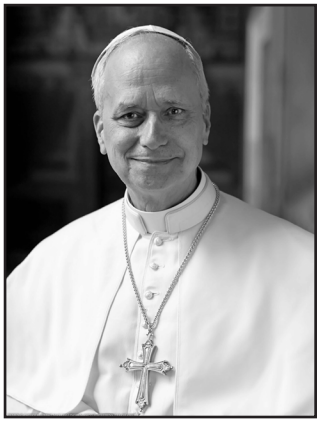

মূলভাব: শ্রবণ ও উপবাস: তপস্যাকাল মন-পরিবর্তনের সময়

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তপস্যাকাল হল এমন একটি সময় যখন খ্রিস্টমণ্ডলী মাতৃত্বের যত্নের অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সময় আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ঈশ্বরের রহস্য পুনঃস্থাপনের আহ্বান জানানো হয় যাতে আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস নবীকৃত হয় এবং দৈনন্দিন জীবনের উদ্বিগ্নতা ও প্রতিবন্ধকতার গ্রাস থেকে আমাদের হৃদয়কে রক্ষা করা যায়।

মন-পরিবর্তনের সকল পথই ঈশ্বরের বাণীকে হৃদয়ে স্পর্শ করতে দেওয়া ও নম্র চিত্তে তা গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই শুরু হয়। বাণীকে আমাদের গ্রহণ এবং এটি যে রূপান্তর নিয়ে আসে, তার মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য তপস্যাকালীন যাত্রায় প্রভুর বাণীর কণ্ঠস্বর শোনার এবং জেরুশালেমের পথে খ্রিস্টের সঙ্গী হয়ে তাঁকে অনুসরণের প্রতিশ্রুতি নবায়নের একটি কাঙ্ক্ষিত সুযোগ, যেখানে তাঁর যাতনাভোগ, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান রহস্যের পূর্ণতা পাবে।

শ্রবণ

এই বছর, প্রথমেই আমি শ্রবণের মাধ্যমে ঐশবাণীর জন্য স্থান তৈরি করার গুরুত্ব দিতে চাই। শ্রবণের ইচ্ছা হল প্রথম উপায় যার মাধ্যমে কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আমাদের আগ্রহ প্রকাশ পায়।

জ্বলন্ত ঝোপে মোশীর কাছে নিজের প্রত্যাদেশ ঘটিয়ে, ঈশ্বর নিজে শিক্ষা দেন যে, শ্রবণ তাঁর একটি সত্তাগত বৈশিষ্ট্য: "মিশরে আমার জনগণের দুর্দশা আমি দেখেইছি; তাদের মেহনতি সর্দারদের কারণে তাদের হাহাকারও শুনেছি; তাদের দুঃখকষ্টের কথা আমি সত্যিই জানি" *(যাত্রা ৩:৭)*। নিপীড়িতদের আর্তচিৎকার শোনাই হল মুক্তির বৃত্তান্তের সূচনা। কেননা এখান থেকেই প্রভু মোশীকে ডাকেন এবং দাসত্বে নিমজ্জিত তাঁর সন্তানদের পরিত্রাণের পথ খুলে দিতে তাকে প্রেরণ করেন।

আমাদের ঈশ্বর এমনই একজন যিনি আমাদেরকে তাঁর কাজে নিযুক্ত করতে চান। তাঁর হৃদয়ে যা আছে আজও তিনি আমাদের সাথে সহভাগিতা করেন। এই কারণে, উপাসনায় ঐশবাণী শ্রবণ সত্যিকারের বাস্তবতা সম্পর্কে শুনতে আমাদের শিক্ষা দেয়। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের ব্যক্তিজীবনে ও সমাজে উপস্থিত অসংখ্য কণ্ঠস্বরের মধ্যে যারা যন্ত্রণায় ও কষ্টে আছে, তাদের কান্না বুঝতে ও তাতে সাড়া দিতে সহায়তা করে। শ্রবণের এই অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ততাকে বৃদ্ধি সাধন করার জন্য, ঈশ্বরকে অবশ্যই আমাদেরকে শিক্ষা দেবার সুযোগ দিতে হবে- কিভাবে তা শুনতে হয়, যেভাবে তিনি নিজে করেন। এটা আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, দরিদ্রদের অবস্থা মানব ইতিহাস জুড়ে এমন একটি আর্তচিৎকার, যা ক্রমাগত আমাদের জীবন, সমাজ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং এমনি কি, খ্রিস্টমণ্ডলীকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে।

উপবাস

তপস্যাকাল যদি শ্রবণের সময় হয়, তাহলে উপবাস হল বাস্তবরূপে ঈশ্বরের বাণীকে গ্রহণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা। খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা একটি প্রাচীন তপস্যা সাধনা- যা মন-পরিবর্তনের যাত্রায় অপরিহার্য। সুনির্দিষ্টভাবে যেহেতু এটি দেহের সাথে সংযুক্ত, উপবাস আমাদের সহজেই বুঝতে সহায়তা করে, আমরা কিসের জন্য ক্ষুধার্ত এবং আমাদের জীবন নির্বাহের জন্য কি আমরা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করি। অধিকন্তু, এটি আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চিহ্নিত করতে এবং তা সুবিন্যস্ত করতে সহায়তা করে, ন্যায্যতার প্রতি আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জাগ্রত করে তোলে এবং আত্মতুষ্টি থেকে আমাদের মুক্ত করে। এভাবে এটি আমাদের প্রার্থনা করতে এবং আমাদের প্রতিবেশিদের প্রতি দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করতে শেখায়।

এই আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, সাধু আগষ্টিন বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের পরিপূর্ণতার মধ্যে টানাপোড়ন বুঝতে আমাদের সহায়তা ক'রে হৃদয়ের মন্দ চিন্তা থেকে রক্ষার উপায় বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, "পার্থিব জীবনে, প্রতিটি নারী-পুরুষের উপর একটি অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায্যতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত হওয়া, তবে তাকে পরজীবনের বিষয় নিয়ে তৃপ্ত থাকতে হবে। স্বর্গদূতগণ এই রুটিতে, এই খাদ্যে সন্তুষ্ট। অন্যদিকে, মানবজাতি এটার জন্য ক্ষুধিত; আমাদের হৃদয়-বাসনায় আমরা সকলেই এটার দিকে ধাবিত হই। তীব্র আকাঙ্ক্ষার এই যাত্রা আত্মাকে প্রসারিত করে এবং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।" এভাবে বুঝে, উপবাস

শুধুমাত্র আমাদের বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে, পরিশুদ্ধ করতে এবং মুক্ত করতেই সম্মতি দেয় না বরং এটি আরো প্রসারিত হতে সহায়তা করে যাতে তা ঈশ্বর ও সৎকাজের দিকে ধাবিত হয়।

যাইহোক, মঙ্গলসমাচারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে উপবাসের চর্চা এবং অহংকারের দিকে নিয়ে যায় এমন প্রলোভন এড়াতে, আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস ও নম্রতায় জীবন-যাপন করতে হবে। প্রভুর সাথে মিলনের এটি অবশ্যই ভিত্তি হওয়া উচিৎ, কেননা, "যারা প্রভুর বাক্য দিয়ে নিজেদের পুষ্ট করতে অক্ষম, তারা যথাযথভাবে উপবাস করে না।" ঐশ অনুগ্রহের সহায়তায় পাপ ও মন্দতা থেকে ফিরে আসার অন্তরের অঙ্গীকারের বাহ্যিক চিহ্ন হিসাবে উপবাসে আত্মত্যাগের অন্যান্য ধরণও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেটির লক্ষ্য হবে- আরো সংযমী জীবনধারা অর্জনে আমাদেরকে সহায়তা করা, কেননা "কৃচ্ছ্রতাসাধনই খ্রিস্টীয় জীবনকে শক্তিশালী ও খাঁটি করে তোলে।"

এই ব্যাপারে, আমি আপনাদেরকে একটি অতি ব্যবহারিক ও প্রায়শই অপ্রশংসিত পরিহার্য বিষয়ের ব্যাপারে আহ্বান জানাতে চাই: তা হচ্ছে- যা আমাদের প্রতিবেশিকে ক্ষুব্ধ ও আঘাত করে এমন কথা বলা থেকে বিরত রাখা। আসুন, আমরা এটি আরম্ভ করি- আমাদের ভাষা নিয়ন্ত্রণ করে, কঠোর কথা ও হঠকারী বিচার এড়িয়ে চলে, যারা উপস্থিত নেই এবং যারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না, তাদেরকে অপবাদ এবং মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থেকে। তার পরিবর্তে, আসুন আমরা আমাদের কথা পরিমাপের চেষ্টা করি, এবং আমাদের পরিবারে, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে, কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, রাজনৈতিক বিতর্কে, গণমাধ্যমে এবং খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে দয়া ও শ্রদ্ধার অনুশীলন গড়ে তুলি। এভাবে, ঘৃণাসূচক বাক্য আশা ও শান্তির কথার কাছে ছেড়ে দিতে পারি।

একসাথে

অবশেষে, তপস্যাকাল ঐশবাণী শ্রবণের ও উপবাসের সামাজিক দিকটির উপর গুরুত্বারোপ করে। পবিত্র বাইবেল বহুবিধ উপায়ে এই দিকটি তুলে ধরেছে। উদাহরণস্বরূপ, নেহেমিয়ার গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কীভাবে জনগণ প্রকাশ্যে আইনের পাঠ শোনার জন্য একত্রে জড়ো হয়েছিল, উপবাসের মধ্য দিয়ে তাদের বিশ্বাস ও উপাসনা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল, যাতে ঈশ্বরের সাথে তাদের সন্ধি নবায়িত হয় *(দ্র. ৯:১-১৩)*।

একইভাবে, তপস্যাকালে আমাদের ধর্মপল্লী, পরিবার, মণ্ডলীর বিভিন্ন দল ও ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোতে একটি সহভাগিতার যাত্রার উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান করা হচ্ছে, যেখানে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ, একইসাথে দরিদ্র ও পৃথিবীর কান্না- আমাদের সম্প্রদায় জীবনের অংশ হবে, এবং সত্যিকারের মন-পরিবর্তনের জন্য উপবাস ভিত্তি হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে, মন-পরিবর্তন কেবলমাত্র একজনের বিবেককেই নয়, বরং অন্যের সাথে আমাদের সম্পর্ক ও সংলাপের গুণগতমানকে নির্দেশ করে। এর অর্থ হচ্ছে, বাস্তবতার দ্বারা নিজেদেরকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করা, এবং এটি উপলব্ধিতে আনা- আমার আকাঙ্ক্ষাগুলোকে কি সত্যিকারভাবে পরিচালিত করছে- আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীর সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে এবং একইভাবে ন্যায্যতা ও পুনর্মিলনের জন্য মানবতার তৃষ্ণার ক্ষেত্রেও।

প্রিয় বন্ধুগণ, আসুন আমরা তপস্যাকালে অনুগ্রহ যাচ্না করি, যা আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি এবং আমাদের মধ্যে নগণ্য ব্যক্তিদের প্রতি আরো মনোযোগী করে তোলে। আসুন উপবাস থেকে আসা সেই ধরনের শক্তি কামনা করি- যা আমাদের ভাষার ব্যবহারের দিকে ধাবিত হয়, যাতে আঘাতমূলক বাক্যগুলো হ্রাস পায় এবং অন্যদের কণ্ঠস্বরের জন্য আরো বেশী স্থান করে দেয়। আসুন, আমাদের সম্প্রদায়গুলোতে এমন পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করি যেখানে যন্ত্রণাভোগীর কান্নাকে স্বাগত জানানো হয়, এবং শ্রবণ এমন একটি উপায় উন্মুক্ত করে যা মুক্তির দিকে ধাবিত হয়, আমাদেরকে প্রেমের সভ্যতা সৃষ্টির অবদানে প্রস্তুত ও আগ্রহী করে তোলে।

আমি আপনাদের সকলকে তপস্যাকালের যাত্রায় আন্তরিক আশীর্বাদ রাখছি।

ভ্যাটিকান থেকে, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

সাধ্বী আগাথার স্মরণ দিবস, কুমারী এবং শহীদ

- পোপ ১৪শ লিও

ভাষান্তরে: *ফাদার ড. শিপন পিটার রিবেরু*

কারিতাস বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্টের শুভেচ্ছা বাণী

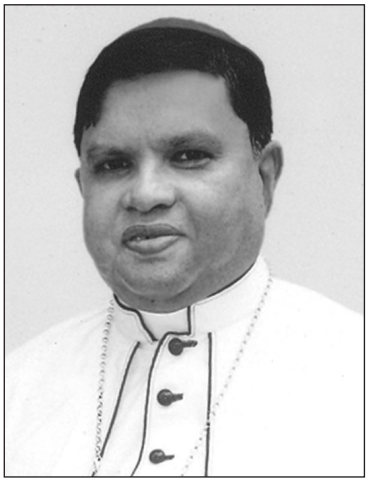

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা!

মহামান্য পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও এবার প্রথমবার প্রায়শ্চিত্তকালীন বাণী রেখেছেন। তিনি তাঁর বাণীতে বলেছেন: **"শ্রবণ ও উপবাস: তপস্যাকাল মন-পরিবর্তনের সময়"** অর্থাৎ মন-পরিবর্তনের সকল পথই ঈশ্বরের বাণীকে হৃদয়ে স্পর্শ করতে দেওয়া ও নম্র চিত্তে তা গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই শুরু হয়। বাণীকে আমাদের গ্রহণ এবং এটি যে রূপান্তর নিয়ে আসে, তার মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য তপস্যাকালীন যাত্রায় প্রভুর বাণীর কণ্ঠস্বর শোনার এবং জেরুশালেমের পথে খ্রিস্টের সঙ্গী হয়ে তাকে অনুসরণের প্রতিশ্রুতি নবায়নের একটি কাঙ্ক্ষিত সুযোগ, যেখানে তার যাতনাভোগ, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান রহস্যের পূর্ণতা পাবে।

প্রিয়জনেরা, তপস্যাকাল মানে শুধু চল্লিশ দিনের একটি ধর্মীয় রীতি বা বিধান নয়। এটি হৃদয়ের অন্ধকার থেকে আলোতে, অহংকার থেকে বিনয়ে, স্বার্থ থেকে সেবায়, ভোগ থেকে ত্যাগের মাধ্যমে আত্মরূপান্তরের একটি আহ্বানও বটে। কারিতাস ত্যাগ ও সেবা অভিযান আমাদের সেই "প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাস: আত্মরূপান্তরের পবিত্র আহ্বান"- কে সার্থক করে তোলে। যার ফলে আমাদের ত্যাগের দান বহু অভাবী, পীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত ভাই-বোনদের কষ্ট লাঘব করে। আসুন, কারিতাসের এ মহৎ কর্মযজ্ঞকে আমরা সকলে মিলে তপস্যাকালীন ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মধ্য দিয়ে সার্থক করে তুলি।

পোপ মহোদয় প্রত্যাশা করেন, আমরা যেন তপস্যাকালে অনুগ্রহ যাচ্না করি, যা আমাদেরকে ঈশ্বরের এবং আমাদের মধ্যে দুঃখী ব্যক্তিদের প্রতি আরো মনোযোগী করে তোলে। উপবাস থেকে সেই শক্তি কামনা করি- যা আমাদের ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন করে, যাতে আঘাতমূলক বাক্যগুলো হ্রাস করে এবং অন্যদের কণ্ঠস্বরের জন্য আরো বেশী স্থান করে দিতে পারি। আমাদের আশে-পাশে এমন পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করি যেখানে যন্ত্রণাভোগীর কান্নাকে ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় দিয়ে শ্রবণের মধ্য দিয়ে এমন একটি উপায় উন্মুক্ত করে যা মুক্তির দিকে ধাবিত হয়, আমাদেরকে প্রেমের সভ্যতা সৃষ্টির অবদানে ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত ও আগ্রহী করে তোলে।

কারিতাস বাংলাদেশ অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ত্যাগ ও সেবা অভিযানকালে পোপ মহোদয়ের উপবাসকালীন বাণী ও জাতিসংঘের ঘোষিত ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষের মূলবিষয় এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা বিবেচনা করে ত্যাগ ও সেবা-২০২৬ অভিযানের শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, পোপ মহোদয়ের এ বছর উপবাসকালীন মূলসুর থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে: "প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাস: আত্মরূপান্তরের পবিত্র আহ্বান" "Prayer, Listening and Fasting: A Holy Call of Inner Transformation"

তপস্যাকালীন সময়ে পার্থিব জগতের মোহ থেকে জীবন সাধনায় পোপ মহোদয় যে বিশেষ নির্দেশ রেখেছেন তা হচ্ছে: আমাদের চলার পথে এবং দৈনন্দিন জীবনে মহান সৃষ্টিকর্তা/ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, আমরা যেন তা শুনতে ও বুঝতে চেষ্টা করার মাধ্যমে সেটি অনুধাবন করে নিজেকে রূপান্তর করতে পারি। উপবাসকালে শুধু খাদ্যাহার থেকে সংযত থাকা নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ছোট ছোট নেতিবাচক অভ্যাস, বিষয় ও ভোগ বিলাসিতা থেকে আমরা যেন উপবাস করতে পারি।

উপবাসকাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল হলো আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের বসন্তকাল, যা নিজেকে আবিষ্কার এবং আত্মরূপান্তরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতাময় জীবনকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। প্রার্থনা, দান ও উপবাস – এই তিনটি বিচ্ছিন্ন কাজ নয়, বরং একে অন্যের পরিপূরক। আসুন আমরা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে যাই এবং দয়ার কাজ অনুশীলন করি। কারিতাসের কর্মীসহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই - আমরা যেন সকলেই এ বিশেষ সময়ে আরও বেশী প্রার্থনা, উপবাস ও অন্যের কাছ থেকে শোনার মানসিকতার চর্চা করি এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও ভালোবাসাময় পৃথিবী গড়তে অঙ্গীকার করি ও অনন্য চিহ্ন বহন করি।

বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী
ধর্মপাল, খুলনা ধর্মপ্রদেশ এবং
প্রেসিডেন্ট, কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালকের বাণী

খ্রিস্টানদের উপবাস ও প্রায়শ্চিত্তকাল এবং মুসলিমদের রোজা এ বছর একই সময়ে পালিত হচ্ছে। যা আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উভয় ধর্মেই এ সময়কে পরিবর্তন ও আধ্যাত্মিক সাধনার এক উত্তম সময় হিসাবে পালন করা হয় এবং সকল মন্দতা, পাপ কালিমা, হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা ইত্যাদি ত্যাগ করে আমরা আমাদের জীবনকে নবায়িত করে তুলি। ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল এই মাসে আমরা প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ার কাজের মাধ্যমে নিজেকে আরো পরিশীলিত করে নতুন মানুষ হিসাবে গড়ে তুলি। সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস আরো দৃঢ় করি ও সবাইকে নিয়ে নতুন সমাজ বিনির্মাণে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। উপবাস শুধুমাত্র আমাদের বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে, পরিশুদ্ধ করতে এবং মুক্ত করতেই সম্মতি দেয় না বরং এটি আরো প্রসারিত হতে সহায়তা করে যাতে তা সৃষ্টিকর্তা ও সৎকাজের দিকে ধাবিত হয়।

পোপ চতুর্দশ লিও বলেন, শ্রবণের ইচ্ছা হল প্রথম উপায় যার মাধ্যমে কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আমাদের আগ্রহ প্রকাশ পায়। তপস্যাকাল যদি শ্রবণের সময় হয়, তাহলে উপবাস হল বাস্তবরূপে সৃষ্টিকর্তার বাণীকে গ্রহণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা। খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা একটি প্রাচীন তপস্যা সাধনা- যা মন-পরিবর্তনের যাত্রায় অপরিহার্য। সুনির্দিষ্টভাবে যেহেতু এটি দেহের সাথে সংযুক্ত, উপবাস আমাদের সহজেই বুঝতে সহায়তা করে, আমরা কিসের জন্য ক্ষুধার্ত এবং আমাদের জীবন নির্বাহের জন্য আমরা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে কি বিবেচনা করি। তাই প্রার্থনা ও উপবাস আমাদের প্রতিবেশিদের প্রতি দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করতে শেখায়।

তাই আসুন, আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে পরস্পর ভেদাভেদ ভুলে সকলে মিলেমিশে সুন্দর পৃথিবী গড়ি এবং স্রষ্টার নির্দেশিত পথে চলে নতুন পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় নিই। ভালোবাসা, দয়া ও সেবা কর্ম দিয়ে আমরা শোষণমুক্ত ও নির্যাতনমুক্ত সমাজ গঠন করি। কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান- ২০২৬ বর্ষের মূলসুর বেছে নেয়া হয়েছে **"প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাস: আত্মরূপান্তরের পবিত্র আহ্বান" "Prayer, Listening and Fasting: A Holy Call of Inner Transformation")**।

তপস্যাকাল বা রোজা শুধুমাত্র ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি আমাদের জীবনে নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির এক মহাসুযোগ। এই সময় আমরা যদি প্রার্থনা, উপবাস ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেদেরকে বদলাতে পারি, তাহলে আমাদের সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ও রূপান্তর আসবে। শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা পাবে এবং ভাই-বোন-বন্ধু রূপে আমরা সকলেই একই মানব পরিবারের অন্তর্ভূক্ত হয়ে উঠবো।

কারিতাস একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ সর্বজনীন ভালোবাসা, দয়া ও সেবার কাজ। মৃত্যুর পরে শেষ বিচারের দিনে সৃষ্টিকর্তা আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন ভালোবাসা, দান, দয়া ও সেবা কর্মের মানদণ্ডে। প্রতিবেশিকে নিজের মত ভালোবাসা, তাদের দয়া ও সেবা করা সব ধর্মের বিধান। আমরা নিঃস্বার্থ সেবা কর্ম দিয়ে স্বর্গরাজ্যের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করতে পারি। তাই আসুন আমরা বিশ্বাস, আশা, ভালোবাসা, দয়া ও সেবার মনোভাব নিয়ে একসাথে রূপান্তরের পথে চলি।

কারিতাস বাংলাদেশ-এর পঞ্চবার্ষিক (২০২৪-২০২৯) কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে আটটি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলমান ৮৮টি বিভিন্নমূখী প্রকল্প ও তিনটি ট্রাস্টের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষভাবে বিভিন্ন ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাসস্থান, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, জীবনমুখী প্রজনন স্বাস্থ্য, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতা, স্যানিটেশন, পুষ্টি, নারী-পুরুষের সমতা এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। এসকল কাজে বিগত অর্থ বছরে ব্যয় হয়েছে ১,৯৯৬.৮৪ মিলিয়ন টাকা এবং কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ১.৩৭ মিলিয়ন। এর মধ্য দিয়ে কারিতাস বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতিসংঘের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে অবদান রাখছে।

কারিতাস বাংলাদেশ যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, তার মধ্যে "ত্যাগ ও সেবা অভিযান" অন্যতম। এটি শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি হলো মানুষের সাথে বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসাময় যাত্রা। বিগত ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কারিতাস বাংলাদেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো:

১) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে সচেতন করা; এবং

২) সেবা কাজে প্রত্যেককে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে তহবিল সংগ্রহ করা এবং তা থেকে দরিদ্রদের সাহায্য করা।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের উল্লেখিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবছর একটি শিক্ষা বিষয় বা মূলসুর গ্রহণ করা হয়। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের তপস্যাকালীন বাণী এবং দেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে' ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের মূলসুর হিসেবে **"প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাস: আত্মরূপান্তরের পবিত্র আহ্বান"** "Prayer, Listening and Fasting: A Holy Call of Inner Transformation" বেছে নেয়া হয়েছে।

আসুন ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২৬ সময়কালে আমরা পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও-র আহ্বানে সাড়া দিয়ে, বিশ্বজনীন সৃষ্টিকে আরো বেশী করে ভালোবাসতে চেষ্টা করি। মানুষের মঙ্গলে হৃদয়-মন খুলে প্রার্থনা, উপবাস ও শ্রবণের মাধ্যমে নিজেদের ও অন্যদের ইতিবাচক রূপান্তরের জন্য সকলে মিলে মিশে একসাথে কাজ করি। তাহলেই আমরা হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই একসাথে শান্তিতে, সৌহার্দে, সম্প্রীতি ও প্রাচুর্যে নতুন ধারার এক পরিবার, এক সমাজ ও দেশ গড়তে ভূমিকা রাখতে পারবো।

ধন্যবাদান্তে,

দাউদ জীবন দাশ
নির্বাহী পরিচালক
কারিতাস বাংলাদেশ

ত্যাগ ও সেবা কী এবং কেন

চয়ন হিউবার্ট রিবেরু

উপবাসকাল হল আধ্যাত্মিক জীবনে একটি গভীর অনুতাপ, প্রার্থনা ও আত্মশুদ্ধির সময়। এই পবিত্র সময়ে পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও তাঁর উপবাসকালীন বাণীতে বিশ্বাসীদের আহ্বান জানান অন্তরের পরিবর্তন, সামাজিক ন্যায় ও খ্রিস্টীয় দায়বদ্ধতার পথে নতুন করে এগিয়ে যেতে। পোপ চতুর্দশ লিও তাঁর বার্তায় স্মরণ করিয়ে দেন যে, উপবাসকাল কেবল ব্যক্তিগত তপস্যা বা আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি হলো হৃদয়ের রূপান্তর- যেখানে আমরা ঈশ্বরের করুণা গ্রহণ করি এবং সেই করুণা সমাজের দরিদ্র, নিপীড়িত ও প্রান্তিক মানুষের মাঝে পৌঁছে দিই। তাঁর শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃত উপবাস মানে কেবল খাদ্য থেকে বিরত থাকা নয়, বরং পাপ থেকে বিরত থাকা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এবং ন্যায়পরায়ণ জীবনের পথে চলা।

প্রায়শ্চিত্তকাল বা রোজার সময় মানুষ আত্মিক শুদ্ধতা লাভের প্রত্যাশায় অন্য সময়ের চেয়ে এই সময়ে একটু বেশী ধর্মীয় জীবন যাপনে, ধর্মীয় বিধি-বিধান, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে, গরীব-দুঃখী ভাই-বোনদের দান ও সেবা করে থাকে। প্রায়শ্চিত্তকাল / উপবাসকালে, অমাবশ্যা-পূর্ণিমা তিথিতে ও রোজার সময় মানুষ সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় স্ব স্ব পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ, অনুধ্যান, প্রার্থনা, নামাজ, রোজা, উপবাস, সেবা কাজ ও নীরবতার মধ্য দিয়ে ষড় রিপুকে সংযমে বা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে থাকেন। তপস্যাকাল ও রোজার সময় হলো স্ব স্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের যাত্রায় জীবনের রূপান্তর ঘটানো। মানুষ এ সময় পাপ, অন্যায়, অপরাধ, মন্দ আচার-আচরণ ইত্যাদির জন্য অনুশোচনা, আত্মগ্লানি ও অনুতপ্ত হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা যাচ্না করে থাকে। মানুষ এই সময় আর্ত-পীড়িত ও দরিদ্র ভাই-বোনদের প্রতি ভালোবাসা, দয়া, দান-দক্ষিণা ও সেবা কাজের মধ্য দিয়ে কৃত পাপ- অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করে থাকে।

এবারের ত্যাগ ও সেবা অভিযানের-২৬-এর মূলসুর হ'ল "প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাস: আত্মরূপান্তরের পবিত্র আহ্বান" "Prayer, Listening and Fasting: A Holy Call of Inner Transformation"। পোপ চতুর্দশ লিও ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের তপস্যাকালীন বার্তায় উল্লেখ করেছেন, মন-পরিবর্তনের সকল পথই ঈশ্বরের বাণীকে হৃদয়ে স্পর্শ করতে দেওয়া ও নম্র চিত্তে তা গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই শুরু হয়। বাণীকে আমাদের গ্রহণ এবং এটি যে রূপান্তর নিয়ে আসে, তার মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য তপস্যাকালীন যাত্রায় প্রভুর বাণীর কণ্ঠস্বর শোনার এবং জেরুশালেমের পথে খ্রিস্টের সঙ্গী হয়ে তাকে অনুসরণের প্রতিশ্রুতি নবায়নের একটি কাঙ্ক্ষিত সুযোগ, যেখানে তার যাতনাভোগ, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান রহস্যের পূর্ণতা পাবে। এই বার্তা শুধুমাত্র খ্রিস্টানদের জন্য নয়, বরং সকল মানুষের জন্য ত্যাগ, উপবাস, শ্রবণ এবং মানবতার আহ্বান হিসেবে ধরা যেতে পারে। তপস্যাকাল নিজেকে পরিবর্তনের সুযোগ দেয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ভেদাভেদ ভুলে সাম্যের সমাজ গড়তে অনুপ্রাণিত করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে ও সময়ের আবর্তে ও বিবর্তনের ফলে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, বর্ণ, গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু একই আদি পিতা-মাতার উত্তরসূরী হিসাবে বিশ্বমানব একে অপরের ভাই-বোন। মানুষ হিসাবে আরেক মানুষের সুখে-দুঃখে সম-অংশীদার হওয়া এবং তার প্রতি সাধ্যানুসারে সহানুভূতিশীল হওয়া প্রতিটি ধর্মেই বলা আছে। মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন ও বিশ্বাসের চর্চা করা, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসাবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু তিনি অদৃশ্যমান, তাই আমরা দৃশ্যমান পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, প্রতিবেশিসহ সকল গরীব-দুঃখী মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের সেবা করা ও তাদের দুঃখ-কষ্ট নিরাময় করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি ও তাঁর প্রত্যাশিত পথে চলে শান্তিময় একটি পৃথিবী গড়তে পারি।

আমরা শুধুই প্রতিনিয়ত পেতে চাই, এ পাওয়ার ইচ্ছাই আমাদের দিন দিন স্বার্থপর করে তুলছে। আর ব্যক্তি স্বার্থপরতা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষ স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে বহু অকল্যাণকর ও মানবতা বিরোধী নানাবিধ কর্মতৎপরতায় সক্রিয় রয়েছে। গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে, জাতিতে, জাতিতে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে আজ স্বার্থের প্রতিযোগিতা চলছে। মানুষ মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে বরং প্রতিযোগিতা ও অসহনশীলতায় মেতে উঠেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং এগুলোর প্রতিকারের জন্য আমাদের প্রত্যেকের বিশ্বাস, আশা, ভালোবাসা ও সেবার মনোভাব নিয়ে একে অপরকে সহায়তা করা অতিব জরুরী। এ পরিস্থিতিতে ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের এ বছরের মূলসুর: **"প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাস: আত্মরূপান্তরের পবিত্র আহ্বান"** বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী।

ডিজিটাল যুগে মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন ও ধরণ পূর্বের তুলনায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের সব প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতির উপর শুরু হয়েছে ধ্বংস যজ্ঞ। উদ্ভিদ ও জীবজগৎ ধ্বংস করার ফলে এ পৃথিবীর পার্থিব পরিবেশ ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, খরা, তাপ প্রবাহ, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিধস, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ও নতুন নতুন রোগ ও দুর্যোগের কবলে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে দেশ ও জনপদ। আমাদের অস্তিত্বের জন্যই আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে হবে, প্রযুক্তির যুগে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকিয়ে রাখতে হলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সকলকে নিয়ে আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।

এবারের মূলসুর **"প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাস: আত্মরূপান্তরের পবিত্র আহ্বান"**- এর আলোকে এই বিশেষ সময়ে আমাদের জীবনের জন্য শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি- আমরা যেন শোনার মানুষ থেকে সোনার মানুষ হয়ে উঠি এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধারণ করা; সামাজিক ন্যায়বিচার ও শান্তির জন্য কাজ করা; এবং অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হওয়া।

ইসলাম ধর্মে সংযম, ধৈর্য, এবং দানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামে ত্যাগ (কোরবানি), দান-সদ্‌কা (জাকাত, সাদাকা, ফিতরা), ও মানব সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে মানুষের উপকার করে" (আল হাদিস)। রমজান মাসে রোজা রাখা, আত্মসংযম করা, জাকাত প্রদান করা-এসবের মূল উদ্দেশ্যই হলো ধৈর্য, সহানুভূতি ও দানের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। পবিত্র রমজানের রোজা আত্মশুদ্ধির একটি মাধ্যম, যেখানে সংযম চর্চা করা হয় এবং দানের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ানো হয়। আমাদের জীবনের জন্য রমজান মাসের তাৎপর্য অনুধাবন করে রোজা ও দানের মাধ্যমে ত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করা; নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য সংযমের চর্চা করা; ইসলামিক শিক্ষার আলোকে অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া; এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়ানো।

হিন্দু ধর্মে তপস্যা, দান এবং সেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে: "যে নিজের স্বার্থ না দেখে অপরের কল্যাণ করে, সেই প্রকৃত ধার্মিক" (গীতা ৩.২৫)। হিন্দু ধর্মের করুণা, অন্নদান ও সেবার শিক্ষার মধ্যে পোপ মহোদয়ের আহ্বানের সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া যায়। পবিত্র গীতার শিক্ষার আলোকে, প্রকৃত ধর্ম হলো পরোপকার ও সহানুভূতি। এ শিক্ষার আলোকে আমাদের আহ্বান করা হয় অন্নদান ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা; অহংকার ত্যাগ করে বিনয়ী জীবনযাপন করা; এবং আশাবাদী থেকে জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।

খ্রিস্টধর্মের মূল ভিত্তি ত্যাগ ও ভালোবাসার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। খ্রিস্টধর্মে যিশুর ত্যাগ, ভালোবাসা, ও ক্ষমার বার্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাইবেলে বলা হয়েছেঃ "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো *(লুক ১০:২৭)*। তপস্যাকালে খ্রিস্টানরা আত্মশুদ্ধি, প্রার্থনা ও সেবার মাধ্যমে যিশুর ত্যাগকে স্মরণ করে। যিশু খ্রিস্ট মানবজাতির মুক্তির জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। এই আত্মত্যাগ আমাদের শিক্ষা দেয় গরিবদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা; গির্জায় প্রার্থনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করা; অসুস্থ ও দুস্থদের জন্য স্বেচ্ছাসেবী কাজ করা; এবং মানবতার কল্যাণে কাজ করা।

বৌদ্ধ ধর্ম অহিংসা, সংযম, এবং দয়ার শিক্ষা প্রদান করে। গৌতম বুদ্ধ বলেছেনঃ "নিজের সুখের জন্য নয়, বরং সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করো"। তপস্যাকালীন বার্তা বৌদ্ধ ধর্মের শীল (নৈতিকতা), সমাধি (মনোসংযম), ও প্রজ্ঞা (বোধপ্রাপ্তি) চর্চার সঙ্গে একাত্ম। এই একাত্মতা আমাদের তারিত করে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াতে ও জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নেওয়া; অহিংসা ও সহমর্মিতার চর্চা করা; এবং ধ্যান ও সংযমের মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

পবিত্র রমজান ও প্রায়শ্চিত্তকাল এই দুই মহিমান্বিত সময় আমাদের সামনে উপস্থিত। রমজান মাসে মুসলিম সম্প্রদায় সিয়াম সাধনা, প্রার্থনা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। অন্যদিকে, খ্রিস্টান সম্প্রদায় প্রায়শ্চিত্তকালে উপবাস, প্রার্থনা ও অনুশোচনার মাধ্যমে যিশু খ্রিস্টের ত্যাগ ও পুনরুত্থানকে স্মরণ করে। এই সময় আমাদের আত্মশুদ্ধি ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার একটি বিরল সুযোগ এনে দেয়।

বাংলাদেশে আমরা বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ একসঙ্গে বসবাস করি। এই তপস্যাকাল আমাদের জন্য একটি সুযোগ এনে দেয়, যেখানে আমরা আমাদের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারি। আমরা যদি বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো যে, আমাদের সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বজায় রাখার গুরুত্ব আগের চেয়ে আরও বেশি অনুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এছাড়া বর্তমান বাস্তবতাকে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাই ভোগবাদ, বস্তুবাদ, ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সংস্কৃতি চর্চা করতে করতে মানুষ অনেক বেশি স্বার্থপর এবং কঠিন মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠছে; মানুষ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং স্রষ্টার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে, ফলে একসাথে মিলে মিশে থাকার জায়গাটি দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে জন্ম না নেওয়া মানব শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ পর্যন্ত নানাভাবে আক্রান্ত এবং সহিংসতার শিকার। পৃথিবীর নানা প্রান্তে শরণার্থী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুরা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। একইভাবে পরিবেশগত দুর্যোগ, বিশ্বের সম্পদের অসম বন্টন, মানব পাচার, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যে পৃথিবী সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। ফলে অভিবাসী, শরণার্থী, দরিদ্র ও হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে আয় বৈষম্য। অন্যদিকে দারিদ্র হ্রাসের গতিও কমেছে।

মানুষের স্বার্থপর মনোভাবের কারণে প্রকৃতিও বিরূপ হয়ে উঠছে এবং আমাদের বসতবাড়ি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত গবেষক একসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে 'বিশ্ব ভয়াবহ বিপর্যয়ের' মুখে রয়েছে বলে সতর্কতা জারি করেছেন। পরিবেশ প্রশ্নে মানুষ যেভাবে চলছে, সেই পথের পরিবর্তন না করলে মানুষকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বজুড়ে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এই নিঃসরণ ব্যাপক হারে না কমালে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে অন্তত কিছু অংশ একেবার তলিয়ে যাবে যেখানে ৩০ কোটি মানুষ বাস করছে। এখনই যদি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিকসমূহ রোধ করা না যায় তাহলে মানবসভ্যতা প্রচণ্ড হুমকির মধ্যে পড়বে এবং ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই ক্ষেত্রে বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য অত্যাধিক ব্যয় করার বিষয়টির সঙ্গে জলবায়ু সংকটের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা অদৃশ্যমান সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে আমরা দেখতে পাই এবং এ সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা ও ভূমিকা পালন কিংবা অবদান রাখাই হচ্ছে দয়ার ধর্ম। অর্থাৎ মানুষের সেবা, প্রেম, এবং উপকারই দয়া। দয়া বলতে শুধুমাত্র দরিদ্র, অন্ধ, অনাথ, ভিক্ষুককে কিছু সাহায্য দান করা

বোঝায় না, নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে সাহায্য করাকেই বোঝায়। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে জীবনধারণ এবং সুখে-দুঃখে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত।

মাদার তেরেজা তার মানব সেবা ও দরিদ্রদের ভালোবাসার মাধ্যমে পৃথিবীতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, ভালোবাসা কথাগুলো হয়তো খুব সংক্ষিপ্ত ও সহজ হতে পারে, কিন্তু এর প্রতিধ্বনি কখনো শেষ হয়না।" তিনি আরও বলেন, "ঈশ্বর আমায় ডাকেন, তাদের সেবা করতে যারা পরিত্যাক্ত, গৃহহীন, বস্ত্রহীন তাদের সেবার জন্য-দরিদ্রতম মানুষের সেবার জন্য।" তিনি পিছিয়ে পড়া, বঞ্চিত জনগণ,

গৃহহীন, বস্ত্রহীন, প্রতিবন্ধী অসহায় লোকদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও ভালোবাসাময় সেবা দিয়ে, মমতাভরে কোলে তুলে নিয়েছেন। তিনি বলতেন, "ঈশ্বরের কাছে ছোট জিনিস অনেক বড়; নির্ভর করে কতটা ভালোবাসা দিয়ে আমরা তা করি।" তিনি আরও বলতেন,"আমাদের মধ্যে সবাই সব বড় কাজগুলো করতে পারবে না, কিন্তু আমরা অনেক ছোট কাজগুলোও করতে পারি আমাদের অনেক বেশী ভালোবাসা দিয়ে।" মানুষ হিসেবে মানবিক মর্যাদা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে কিছু অংশ জনকল্যাণে দেয়া হলে অনেক মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হতে পারে এবং শিশু, মা, অসুস্থ মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারে। মানুষের মনে সৃষ্টিকর্তার ডাক শোনার জন্য এবং বোঝার জন্য মানুষের হৃদয় মন উন্মুক্ত করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে; যেন তাঁর সাথে পুনর্মিলন হয়। পুনর্মিলনের মাধ্যমে মানুষের মনের কঠিন বরফ গলে এবং তারা অভাবী, অসহায় দরিদ্র মানুষের আহাজারি শুনতে পারে। সর্বাপেক্ষা অভাবীদের জন্য দান করার মাধ্যমে সম্পদ সহভাগিতা করতে হবে এবং এই দানের বিষয়টি সদিচ্ছাসম্পন্ন নারী-পুরুষ সকলের কাছে আবেদন জানাতে হবে। আমরা যদি একে অপরকে শ্রদ্ধা করি, মর্যাদা দেই, প্রকৃতির যত্ন নিই, তাহলে আমাদের এই পৃথিবী শান্তির পৃথিবী হয়ে উঠতে পারে। আমাদের সকলের উচিত যার যার সামর্থ্য অনুসারে একে অন্যকে ভালোবাসা নিয়ে সাহায্য করা; শুধু আর্থিকভাবে নয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবেও। আমরা যদি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে, আমাদের প্রয়োজন থেকে দরিদ্র মানুষের জন্য সামান্য ত্যাগ করি, মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি সহমর্মী হয়ে আমাদের দানশীলতার হাত বাড়িয়ে দেই তাহলে আমাদের এই বিশ্বে অভাব-অনটন, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিভেদ, অবিশ্বাস থাকবে না; আমাদের এই বিশ্ব হয়ে উঠবে সুখ-শান্তি-সম্প্রীতি, ন্যায্যতা ও মর্যাদার এক আদর্শ আবাসভূমি। এই মূল্যবোধগুলো যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ ও চর্চা করি, তার আহ্বান জানিয়েই কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৬ বাস্তবায়ন করছে।

ত্যাগ ও সেবা শব্দ দু'টোর সঙ্গে দান শব্দটির একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্বার্থহীন ব্যক্তিই সাধারণতঃ দান, ত্যাগ ও সেবা প্রদান করে থাকে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষকেই স্বার্থপর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বার্থেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তাই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বলেন, "আমরা কসাই, শুঁড়ি বা রুটিওয়ালার বদান্যতাহেতু আহার প্রত্যাশা করি না, তারা তাদের স্বার্থেই খাদ্য সরবরাহ করে। আমরা তাদের মানবতাবোধের কাছে আবেদন করি না, বরং তাদের স্বার্থপরতার উপর নির্ভর করি, কখনও আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি না, বরং তাদের সুবিধার কথা বলি।" এ ধরনের স্বার্থপর অর্থ ব্যবস্থায় দান, ত্যাগ ও সেবার কথা অনেকটাই অযৌক্তিক আচরণ বলে প্রতীয়মান হয়। তা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে বিশেষভাবে 'দান' বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না।

দান, ত্যাগ ও সেবা মানুষের এমন এক ধরনের আচরণ যা বাস্তবায়ন করতে তাকে ঝুঁকির বিনিময়ে অন্যের উপকার করতে হয়। একই মানুষ একদিকে স্বার্থপর, আবার অন্যদিকে স্বার্থহীন আচরণ করে থাকে। অর্থনীতির দৃষ্টিতে আপাত বিরোধী প্রবণতার এ ব্যাখ্যা ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম দিয়েছেন এভাবে, মানুষ নিজেকেও ভালোবাসে (স্বার্থপর) এবং শত্রু ছাড়া অন্যদেরও ভালোবাসে (পরার্থপর)। প্রত্যেক মানুষই প্রতিনিয়ত অপরের জন্য দান, ত্যাগ ও সেবা করে যাচ্ছে। নিম্নে দান, ত্যাগ ও সেবা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো।

ত্যাগ

'ত্যাগ' গ্রিক শব্দ Austeros থেকে এসেছে যার ইংরেজী শব্দ Austere এবং ল্যাটিন শব্দ Austerus। আর বাংলা অর্থ হলো তপস্যা। আমরা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে মূলতঃ ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন আনা এবং সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠস্বর হৃদয়ে উপলব্ধি করাই হলো তপস্যা বা ত্যাগ। অতিমাত্রায় বা অতি অল্প ত্যাগের কোন অর্থ নেই। ত্যাগ অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রতিটি ধর্মেই ত্যাগ করার উপদেশ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় (দান) কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না" (সুরা আল বাকারা, আয়াত ১৬৭)।

ত্যাগের ক্ষেত্র

১) প্রার্থনা, ২) উপবাস এবং ৩) দান।

প্রার্থনা

প্রার্থনা হলো সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের (ব্যক্তির) মধ্যে সংলাপ। ঈশ্বরের সামনে মুখোমুখি থাকাই প্রার্থনা। সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে ধ্যান করা, তাঁর কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করা, কোন কাজের জন্য ধন্যবাদ দেয়া, কোন অপকর্মের

জন্য ক্ষমা যাচনা করা, তাঁকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা প্রভৃতি নানা ধরনের প্রার্থনা করা যায়। এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তা ও ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। প্রার্থনা একজন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে শক্তিশালী ও মানবীয় মূল্যবোধকে বলীয়ান করে। ব্যক্তির মন ও দেহ হালকা করে এবং ঐশ-শক্তি বৃদ্ধি করে। প্রার্থনাপূর্ণ ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন যাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য এ ক্ষেত্রটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রার্থনা জাগতিক মোহ থেকে অনেক ক্ষেত্রে বিরত থাকায় সহায়তা করে।

উপবাস

উপবাস বা রোজা ত্যাগের একটি উত্তম মাধ্যম যা প্রত্যেক ধর্মেই শিক্ষা দেয়া হয়। আমরা দেখতে পাই ইসলাম ধর্মে ৩০ দিনের উপবাস, খ্রিস্ট ধর্মে ৪০ দিনের উপবাস, সনাতন ধর্মে একাদশী, জন্মাষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবশ্যা, পূজা, সংক্রান্তি ও গুরুত্বপূর্ণ তিথিগুলোতে উপবাস এবং বৌদ্ধ ধর্মেও প্রতি পূর্ণিমার দিনে দুপুরের পর উপবাস রাখার জন্য পরামর্শ বা নির্দেশ দেয়া আছে। উপবাস একটি শরীরবৃত্তীয় ত্যাগ। উপবাস বা রোজার ফলে একজন ব্যক্তির ষড়রিপু সম্বন্ধে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং নিজের রিপু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অভুক্ত ব্যক্তির কষ্ট অনুভব করতে পারা যায় বলে উপবাস থাকাকালে একজন ব্যক্তি তার অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। মন ও হৃদয় হালকা হয় বলে আধ্যাত্মিকভাবে মনোযোগী হওয়া সহজ হয়। ঐশ বাক্য হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায় এবং অতীত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়।

দান

নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কিছু অংশ অন্যের সাথে সহভাগিতা করাই দান। অন্যের দুঃখ ও অভাবে প্রয়োজনীয় সহভাগিতা করা সম্পদের সুষম বন্টনের একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। দান বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন - মানবতার কল্যাণে দান, সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য দান, প্রাচুর্য থেকে

দান, গরীব-দুঃখী ও অনাথদের জন্য দান, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দান, প্রতিবেশি ভাই-বোনদের জন্য দান, ইত্যাদি।

সেবা

সেবা হল নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের কল্যাণার্থে অংশগ্রহণ করা। সেবা ব্যতীত ত্যাগ অর্থহীন, অসার। অন্যের মঙ্গল কামনা করাই সেবার ধর্ম। সেবার অর্থ হল অপরকে ভালোবাসা, অন্যের সুখে-দুঃখে সহভাগিতা করা।

কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান

কারিতাস উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান একটি অন্যতম শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। এ কার্যক্রম

কারিতাস কর্মী, সহযোগী প্রাথমিক সমিতির সদস্যবৃন্দ, কারিতাসের সঙ্গে নানাবিধ কাজে জড়িত ব্যক্তি, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, এনজিও অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল জনগণকে নিজেদের বিষয়ে আত্ম-মূল্যায়ন করে জীবনকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য অনুপ্রাণিত করে। ত্যাগ ও সেবা অভিযানের সুনির্দিষ্ট দু'টি উদ্দেশ্য হলো:

ক) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা, সেবা কাজে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং তহবিল সংগ্রহ করা।

খ) কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে দেশের গরিব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত প্রতিবেশি ভাই-বোনদের জন্য দান করে তাদের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে অনুপ্রাণিত করা।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ পরিবারে, সমাজে প্রতিবেশি ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে এবং নিজ নিজ সীমিত আয় ও সম্পদ হতে দরিদ্র সেবায় অংশগ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর

কারিতাস ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম পালন করছে। প্রতি বছরই অভিযানকালীন সময়ে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা বিষয় বা মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। প্রধানতঃ পোপ মহোদয়ের বছরের প্রায়শ্চিত্তকালীন বাণীর মূলসুর থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের বছরের মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক এবং ট্রাস্টের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্যাগ ও সেবা অভিযান কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনা সভায় বছরের মূলসুর নির্ধারিত হয়। ত্যাগ ও সেবা-২৬ অভিযানের মূলসুর নির্ধারিত হয়েছে, **"প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাস: আত্মরূপান্তরের পবিত্র আহ্বান"**।

শিক্ষা উপকরণ

এই অভিযানকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি বছর প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়। এই উপকরণগুলি শিক্ষা ও যোগাযোগের একটি উত্তম মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধিসহ আচার আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ বছর বিনিময় ২,১০০ কপি, পোস্টার ২,২০০ কপি, লিফলেট ৩২,০০০ কপি, খাম ১,৪০,৩০০ কপি, ৩০ দিনের পারিবারিক পঞ্জিকা ৩,০০০ কপি, হোমিলি ৭২০ কপি, নির্বাহী পরিচালকের চিঠি ৮২০ কপি, স্টিকার ৪,৯০০ এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ১,১৭০ কপি, দান বাক্স ৫৬০টি, এবং ৫৪টি ব্যানারসহ মোট এগারো ধরনের শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়েছে। কারিতাসের ৩টি ট্রাস্ট, ৮টি আঞ্চলিক ও ২টি প্রকল্প অফিস, প্রাথমিক সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, ক্লাব, ধর্মপল্লী, এনজিও প্রভৃতি স্থানে আলোচনা সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় এ সকল শিক্ষা উপকরণসমূহ বিতরণ করা হয়।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের তহবিল

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

১. ত্যাগ ও সেবা অভিযান সাধারণ তহবিল

কারিতাস কর্মকর্তা-কর্মী এবং প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক দলের সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা সাধারণ তহবিলে জমা হয়। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ত্যাগ ও সেবা অভিযান সময়ে এ তহবিলে ৭৮,২৫,০৭৩ (আটাত্তর লক্ষ পঁচিশ হাজার তেহাত্তর) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। কারিতাস কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসসমূহ সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ অন্যান্য জরুরী প্রয়োজন যেমন- চিকিৎসা খরচ, বাড়ি ঘর মেরামত, শিক্ষা, গঠন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে অনুদান প্রদান হিসেবে ব্যয় হয়।

২. রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল

কারিতাস কর্ম এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গঠনগৃহ ও মাদ্রাসা থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা এ তহবিলে জমা হয়। সংগৃহীত অর্থ থেকে একটি অংশ রাজশাহী ও ময়মনসিংহ একটি 'রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র'-এ এবং ৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের ১৪টি ডিসপেন্সারিতে প্রদান করা হয়। এই রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র ও ১৪টি ডিসপেন্সারিতে প্রতিদিন বহু গরীব রোগী চিকিৎসা সহায়তা নিতে আসেন। যে সকল গরীব রোগী নিজেদের চিকিৎসার খরচ, শহরে থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন না, তাদের আশ্রয় প্রদানসহ চিকিৎসাকালীন খাদ্যের ব্যবস্থা, ঔষধপত্রাদি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এ কেন্দ্র হতে সহায়তা দেয়া হবে ও ডিসপেন্সারি হতে ঔষধ প্রদান অব্যাহত থাকবে।

৩. বিশপ মহোদয়ের তহবিল

খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসীগণ কারিতাস রবিবার-এ গির্জায় যে অর্থ দান করে থাকেন, তা এ তহবিলে সংগৃহীত হয়। প্রতিটি ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ এ তহবিলের অর্থ সরাসরি বিশপ মহোদয়গণের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বিশপগণ ধর্মপ্রদেশের দরিদ্র জনগণের উন্নয়নমূলক কাজে এ তহবিলের অর্থ ব্যয় করে থাকেন।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান - ২০২৫ এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জন্য মূলসুর ছিল "এসো, বিশ্বাস ও আশায় একসাথে যাত্রা করি" "Let us Journey Together in Faith and Hope" মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে জুন মাসের ৩০, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (পরবর্তীতে বৃদ্ধি করে জুন পর্যন্ত করা হয়) এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কারিতাস বাংলাদেশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে ত্যাগ ও সেবা

অভিযান-২০২৫- এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প, ট্রাস্ট কার্যালয় এবং মাঠ

পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মপল্লীতেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প এবং মাঠ পর্যায়ে কারিতাসের কর্মী, দলীয় সদস্য, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সহযোগী সংস্থা, উন্নয়ন মিত্রসহ সকল পর্যায়ের জনগণ আন্তরিকভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

ক) শিক্ষা উপকরণ তৈরী ও বিতরণ

এ অভিযানকে সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জন্য নিম্নের দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ ছাপানো হয়:

বিনিময়	-	২,০০০ কপি
লিফলেট	-	৩৬,৯০০ কপি
পোস্টার	-	৩,৭৫০ কপি
খাম	-	১,৩৯,৫০০ কপি
পারিবারিক পঞ্জিকা	-	৩,৬০০ কপি
উপদেশ সহায়িকা	-	৭৫০ কপি
নির্বাহী পরিচালকের বাণী	-	৯০০ কপি
স্টিকার	-	৪,৫০০ কপি
বাস্তবায়ন নির্দেশিকা	-	১,১২০ কপি
দান বাক্স	-	৫৫০ টি

কারিতাস ও প্রকল্প কর্মী, প্রাথমিক দলের সদস্য/সদস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, ক্লাব, গির্জা প্রভৃতি স্থানে আলোচনা সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় এ সকল শিক্ষা উপকরণসমূহ বিতরণ করা হয়েছে।

খ) তহবিল সংগ্রহ

বিগত ত্যাগ ও সেবা -২৫ অভিযানকালীন সময়ে সর্বমোট এ তহবিলে ৭৮,২৫,০৭৩ (আটাত্তর লক্ষ পঁচিশ হাজার তেহাত্তর) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিল এবং রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল উভয় তহবিলের অর্থই অন্তভুর্ক্ত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য গির্জা থেকে সংগৃহীত টাকা বিশপ মহোদয় দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করেছেন।

গ) খরচাদি

সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন খাতে অনুদান প্রদান হিসেবে টাকা ব্যয় হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস ও আঞ্চলিক অফিসগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজে এ অর্থ ব্যয় করে।

উপসংহার

পবিত্র বাইবেলে : মথি *(মথি ৬:৬)* লিখিত সুসমাচারে বলা হয়েছে "তুমি যখন প্রার্থনা কর, তুমি বরং তখন তোমার নিজের ঘরেই যাও, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতাকে ডাক, সেই গোপনেই থাকেন যিনি। তা'হলে তোমার পিতা, যিনি গোপন সব কিছু দেখতে পান, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন" প্রকৃত প্রার্থনা হলো নিবিষ্টচিত্তে প্রার্থনায় রত থাকা, স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ, স্রষ্টার সাথে মানুষের অন্তরাত্মায় মিলন। প্রার্থনাশীল মানুষের অন্তর থাকে উদার, ভালোবাসাপূর্ণ মন থাকে, সেবা কাজে অনুপ্রাণিত হয়। প্রার্থনা, ইবাদত, উপাসনা, পূজা স্ব স্ব ধর্মীয় বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। ধ্যান ও নীরব প্রার্থনা শক্তিশালী ভাষা। উপবাসকাল ও রমজান মাস প্রার্থনা ও আত্মশুদ্ধি, আত্মবিশ্লেষণের অসীম আহ্বান। সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে দয়া, অনুগ্রহ, আশীর্বাদ লাভান্তে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। প্রার্থনায় স্রষ্টার প্রশংসা ও গুণগান করি।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, স্রষ্টার নৈকট্য লাভ এবং প্রতিবেশি ভাই-বোনদের সাথে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও আশা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যেককে দায়িত্বশীল হতে সাহায্য করে এবং একটি নির্যাতনমুক্ত ন্যায্য সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করে। ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে আমরা যদি নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে সমাজের দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবায় নিয়োজিত হই, তবে একটি সমতাপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক নতুন সমাজ গঠন সম্ভব। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ত্যাগ ও সেবার মূল্যবোধের চর্চা অত্যন্ত জরুরি। নিজের সীমিত সম্পদ থেকেই অপরের প্রয়োজনে সহভাগিতা করতে শেখায়। প্রতি বছর এ কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণ সচেতনভাবে তাদের সময়, শ্রম, পরামর্শ, অর্থ ইত্যাদি গরিব, দুঃখী, দুঃস্থ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের কল্যাণে ও সেবার জন্য প্রদান করছে। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী সকল মানুষকে তিনি আহ্বান করেন যেন আমরা সংযম করি এবং একে অপরের কথা শুনি ও গভীর ভালোবাসায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে এ অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাই পোপ মহোদয় বলেন, তপস্যাকাল আমাদের ধর্মপল্লী, পরিবার, মণ্ডলীর বিভিন্ন দল, ও ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোতে একটি সহভাগিতার যাত্রার উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান করা হচ্ছে, যেখানে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ, একইসাথে দরিদ্র ও পৃথিবীর কান্না-আমাদের সম্প্রদায় জীবনের অংশ হবে, এবং সত্যিকারের মন-পরিবর্তনের জন্য উপবাস ভিত্তি হয়ে উঠবে। তিনি আরো বলেন, আমাদের সম্প্রদায়গুলোতে এমন পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করি যেখানে যন্ত্রণাভোগীর কান্নাকে স্বাগত জানানো হয়, এবং শ্রবণ এমন একটি উপায় উন্মুক্ত করে যা মুক্তির দিকে ধাবিত হয়, আমাদেরকে প্রেমের সভ্যতা সৃষ্টির অবদানে প্রস্তুত ও আগ্রহী করে তোলে।

রোজা বা উপবাসের সময় আমাদের সামনে একটি পবিত্র সুযোগ এনে দেয় নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার। এটি আমাদের আহ্বান জানায়- অহংকার থেকে বিনয়ে, উদাসীনতা থেকে সহমর্মিতায়, ভোগ থেকে সহভাগিতায়, বিভাজন থেকে ঐক্যে। প্রার্থনা আমাদের হৃদয়কে শুদ্ধ করে, শ্রবণ আমাদের সম্পর্ককে গভীর করে এবং উপবাস আমাদের মানবিক করে তোলে। এই তিনের সমন্বয়েই সম্ভব সত্যিকারের আত্মরূপান্তর।

তাই আসুন আমরা পোপ মহোদয়ের তপ্যাকালীন বাণীর আলোয় নিজেদেরকে মূল্যায়ন করে, কর্মপন্থা ঠিক করি এবং সে অনুযায়ী তাঁর উপর বিশ্বাস, আশা নিয়ে প্রতিবেশি, পিছিয়ে পড়া ভাই-বোনদের কথা শুনি, নিজেদের অহংবোধ পরিহার করে নতুনরূপে সকল মানুষকে নিয়ে সম্প্রীতিপূর্ণ একটি আদর্শ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে ভূমিকা রাখি।

তপস্যাকাল : শ্রবণ ও একসাথে যাত্রার আহ্বান

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

সারা বিশ্বে কাথলিক খ্রিস্টমণ্ডলী চল্লিশদিন ব্যাপী তপস্যাকালের যাত্রা শুরু করে- কপালে ভস্ম লেপন করে এবং একটি বিশেষ আহ্বান জানিয়ে, "মনপরিবর্তন কর এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর" *(মার্ক ১:১৫)*। 'কপালে ভস্ম লেপন করা' মানবজাতির উৎস সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়, "প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন" *(আদি ২:৭)*। এটি মানুষের সাধারণ, ভঙ্গুর, এবং মরণশীল অবস্থাকে সামনে নিয়ে আসে। কেননা মানুষ এই ধূলা থেকে এসেছে, আবার এই ধুলাতেই মিশে যাবে। অন্যদিকে, এই সময়টির মৌলিকতা হচ্ছে- মনপরিবর্তন করে মঙ্গলসমাচারের কাছে অর্থাৎ যিশুখ্রিস্টের কাছে ফিরে আসা। জীবনের মন্দতা, পাপময়তা, রিপু, মন্দ অভ্যাস, কুসংস্কার প্রভৃতি থেকে বেরিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহে পবিত্রতায় নিজেকে সাজানোই হচ্ছে এই সময়ের অন্তর্নিহিত চেতনা।

খ্রিস্টমণ্ডলীর তপস্যাকালীন আহ্বানকে আরো বেগবান ও ফলপ্রসূ করার জন্য প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কাথলিক খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মগুরু পোপ ১৪শ লিও এই কালটির জন্য বিশেষ বাণী রেখেছেন। এই বছর পোপ মহোদয় তাঁর বাণীর মূলভাব হিসাবে, "শ্রবণ ও উপবাস: তপস্যাকাল মন-পরিবর্তনের সময়" গ্রহণ করে খ্রিস্টভক্ত তথা প্রতিটি মানুষের কিছু করণীয় দিকের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তাঁর বাণীতে তিনটি বিষয়কে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন: শ্রবণ, উপবাস ও একসাথে চলা। পোপের বাণীর পর্যালোচনার এই লেখায় উপরে উল্লেখিত তিনটি উপাদান একটির সাথে অন্যটির গভীর সংযোগ ও ধারাবাহিকতা তুলে ধরার প্রয়াস চলবে।

শ্রবণ ও সম্পর্ক স্থাপন

তপস্যাকালের যাত্রায় পোপ মহোদয় 'শ্রবণ' ক্রিয়াপদকে একটি শক্তিশালী উপাদান হিসাবে তার বাণীতে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, যখন কেউ কারো কথা শুনতে আগ্রহী, তার মানে হচ্ছে তিনি সেই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপনে প্রস্তুত, এবং তার জন্য কাজ করতেও তার ইচ্ছা এতে প্রকাশ পায়। এর উদাহরণ হিসাবে তিনি যাত্রাপুস্তক ৩:৭ পদটি সামনে নিয়ে আসেন, যেখানে বলা হয়েছে, "মিশরে আমার জনগণের দুর্দশা আমি দেখেইছি, তাদের মেহনতি কাজের সর্দারদের কারণে তাদের হাহাকারও আমি শুনেছি; তাদের দুঃখকষ্টের কথা আমি সত্যিই জানি"। এখানে তিনটি ক্রিয়াপদ- "দেখা, শুনা, জানা"- এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণের অবস্থা গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাদের উদ্ধারের জন্য তিনি মোশীকে প্রেরণ করেন *(দ্র. যাত্রা ৩:১০)*। এখানে 'ঈশ্বরের শ্রবণ' বিষয়টি বেশী গুরুত্ব পেয়েছে, এবং এটি থেকেই মূলত ইস্রায়েল জাতির সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন ও মুক্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এজন্য পোপ লিও 'শ্রবণ'কে ঈশ্বরের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে আখ্যায়িত করেন। কেননা ঈশ্বরের মৌলিক দিক হচ্ছে মানুষের কথা শোনা ও তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

পবিত্র বাইবেলের প্রাক্তন সন্ধিতে 'শ্রবণ' শব্দটির ব্যবহার বহুবিদ ও তাৎপর্যপূর্ণ। হিব্রু শব্দ 'সামা'র বাংলা প্রতিশব্দটি হচ্ছে 'শ্রবণ'। হিব্রু 'সামা' শব্দের সাথে আরো দু'টি হিব্রু শব্দ যুক্ত: 'আসা'- যার অর্থ হচ্ছে 'করা' এবং 'সামার'- যার অর্থ হচ্ছে 'রক্ষা করা/ পাহারা দান'। হিব্রু 'সামা' বা 'শ্রবণে'র সাথে 'আসা'/ 'করা' ক্রিয়াপদটি যুক্ত হয়ে অর্থ দাঁড়ায় এই রকম- 'সক্রিয়ভাবে শোনা এবং বাধ্যতায় তাতে সাড়া দান করা *(দ্র. ২য় বিবরণ ৬:১৮; ১২:২৫.২৮; ১ রাজা ১১:৩৮; ২ রাজা ১০:৩০)*। অন্যদিকে, 'সামার'/ 'রক্ষা করা' শব্দটি 'শ্রবণে'র সাথে যুক্ত হয়ে অর্থ প্রকাশ করে এভাবে, 'কেউ কিছু শুনে তা মনের গভীরে গেঁথে রাখে' *(দ্র. ২য় বিবরণ ৪:৯)*। সুতরাং 'শ্রবণে'র সাথে দু'টি ক্রিয়া পদ 'করা' ও 'গেঁথে রাখা' যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে, শ্রবণ কোনভাবেই স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেটিক কোন কাজ নয়, বরং এখানে 'ব্যক্তির বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে সে সক্রিয়ভাবে কোন বিষয়ে সাড়া দান করতে প্রস্তুত থাকা'কে ইঙ্গিত করে। বক্তার কথা সক্রিয়ভাবে শ্রোতাকে এখানে শুনতে হয়।

পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বরের শ্রবণ আমাদের শেখায় যে, আমাদেরও অন্যের আত্মচিৎকার শুনতে হবে। কেননা ইহুদীজাতির হাহাকার শুনার মধ্য দিয়েই জগতে তিনি মুক্তির কাজ শুরু করেছিলেন। এ কাজে তিনি যেভাবে মোশীকে ও অন্যান্য প্রবক্তাদের নিযুক্ত করেছিলেন, আজও তিনি মানবজাতির দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য, তাদের চোখের জল মুছে দিতে, দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে এবং নতুনভাবে বেঁচে থাকার প্রাণশক্তি যোগাতে, আমাদেরকে যুক্ত করতে চান। এর জন্য পোপ মহোদয় তপস্যাকালকে শ্রবণের সময় বলে আখ্যায়িত করে ঐশবাণী শোনা ও গ্রহণের জন্য হৃদয়ের উন্মুক্ততার উপর গুরুত্বারোপ করেন। কেননা, ঈশ্বরের বাণী গ্রহণে আমাদের হৃদয় যত উন্মুক্ত হবে, জগতের প্রান্তিক ও নিপীড়িত মানুষও আমাদের হৃদয়ে তত স্থান পাবে।

উপবাস ও আত্মসংযম

পোপ লিও তার তপস্যাকালীন বাণীর দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রবণের সাথে উপবাসকে যুক্ত করেন। তাঁর মতে, তপস্যাকাল যদি শ্রবণের সময় হয়, তাহলে উপবাস হবে সেই শ্রবণকে জগতের বাস্তবতায় নিয়ে আসা। এক্ষেত্রে তিনি বিমূর্ত 'শ্রবণ'কে 'উপবাসে'র মধ্য দিয়ে প্রয়োগিক করে তুলতে আহ্বান জানান।

ঐতিহ্যগতভাবে উপবাস বলতে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ও সময়ে দৈহিক খাবার থেকে বিরত থাকাকে বুঝায়। মানবজীবনে ও

ধর্মীয় অনুশাসনে এই ধরনের কার্যক্রম বা উপবাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই কৃচ্ছ্রতা সাধনা ও ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজ জীবনের পরিবর্তন আনায়ন এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি লাভ করে। একই সাথে উপবাস আমাদেরকে জগতে ক্ষুধিত মানুষের অবস্থা বুঝতে ও তাদের নীরব কান্না অন্তরে শুনার জন্য পথ প্রস্তুত করে তোলে।

উল্লেখ্য যে, পোপ মহোদয় উপবাসের শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত দিকটির মধ্যে স্থির থাকেননি, বরং এর বহুমাত্রিকতার তাৎপর্য তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। সমাজে যারা বিভিন্নভাবে ক্ষুধিত- অর্থাৎ মানবীয় ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, নির্যাতিত, অবহেলিত, আশ্রয়হীন প্রভৃতি প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের জন্য তিনি সবাইকে ক্ষুধিত ও তৃষিত হতে বলেন। তাদের ন্যায্য অধিকার ও সুবিধা ফিরিয়ে দেবার জন্য তিনি সমাজকে কাজ করতে বলেন। এটিকে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত দায়িত্ব হিসাবে তিনি আখ্যায়িত করেন। কেননা ঈশ্বর মানুষকে তাঁর আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে সৃষ্টি করে তাদেরকে এই দায়িত্ব সৃষ্টির শুরুতেই দিয়েছিলেন *(দ্র. আদি ১:২৬-২৮)*। তাই উপবাস শুধুমাত্র না খেয়ে থাকা নয়, বা স্বীয় বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করা নয় বা শুধুমাত্র ভক্তিভাব নিজ জীবনে বৃদ্ধিই নয়, বরং উপবাস সর্বদা ঈশ্বরের গৌরব ও মানুষের জন্য সুন্দর কাজের দিকে ধাবিত হয়।

উপবাসের বৃহত্তর পরিসর থেকে পোপ লিও তার পাঠকদের ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়ে যান। এক্ষেত্রে তিনি অতি ব্যবহারিক ও দৃশ্যমান একটি বাস্তবতা- 'কথার ব্যবহারের'- উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সরাসরি কয়েকটি প্রস্তাব তার বাণীতে তুলে ধরেন:

১) যে ভাষা বা বাক্য চয়ন আমাদের প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়, ক্ষুব্ধ করে, আঘাত করে, ও মনোবল ভেঙ্গে দেয়, সেই ধরনের ভাষা ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিৎ বলে তিনি মনে করেন।

২) মানুষের ভাষা প্রকাশের মাধ্যম অর্থাৎ জিহ্বাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে বলেন। কেননা,"... মানুষের জিভটাও ঠিক তাই: একটা আগুন! আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝখানে তার নিজের স্থানে বসে থেকে জিভটা যেন অধর্মের আপন জগৎ: সে গোটা মানুষটাকেই কলুষিত করে" *(যাকোব ৩:৬)*। এমনকি এটা মানুষকে মন্দতা ও নরকের দিকে ধাবিত করতে পারে।

৩) আমাদের ভাষা ব্যবহারে যে কঠোরতা রয়েছে পোপ মহোদয় আমাদেরকে তা পরিত্যাগ করতে আহ্বান করেন। কেননা, "ভাষা একজনকে হত্যা করতে পারে, আবার তা জীবনও দিতে পারে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে- কিভাবে তা ব্যবহার করবে" *(প্রবচন ১৮:২১)*।

৪) ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস পরনিন্দা, পরচর্চা, ধ্বংসাত্মক সমালোচনাকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসাবে আখ্যায়িত করেন। পোপ লিও এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তপস্যাকালে এগুলো থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

৫) সর্বোপরি, তিনি দুর্বলের পাশে অবস্থান নেন। বিশেষভাবে, যারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না বা অসমর্থ, তাদেরকে মন্দ কথা ও তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার না করাকে তিনি বড় ধরনের উপবাস হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

তপস্যার সামাজিকতা

পোপ লিও তার তপস্যাকালীন বাণীতে শ্রবণ ও উপবাসের সামাজিক দিকটিকেও সুন্দরভাবে আলোকপাত করেন। পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন অংশে বাণী শ্রবণ ও পালনের ক্ষেত্রে একসাথে পথ চলার উদাহরণ দেখা যায়: "পরে সন্ধির পুস্তকটি নিয়ে জনগণের সামনে পাঠ করে শোনালেন: তারা বলল, 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা সবই পালন করব, সবই মেনে চলব" *(যাত্রা ২৪:৭; দ্র. নেহেমিয়া ৯:১-১৩)*। ঐশবাণীর আলোকে শ্রবণ ও উপবাসের কয়েকটি বাস্তব দিক পোপ লিও তুলে ধরেন:

১) যিশুর দ্বিতীয় প্রধান আজ্ঞা- 'প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাস'- আলোকে তিনি একে অন্যকে আমাদের জীবনে অংশী করতে বলেন। বিশেষভাবে, যাদের কেউ নেই, অভাবী, অসহায়, তাদেরকে আমাদের জীবনে ধারণ করা, সমাজে তাদেরকে স্থান দেয়ার আহ্বান তিনি জানান।

২) তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন, ধর্ম-সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান, ও ধর্মপল্লীতে একটি সহভাগিতার যাত্রা শুরু করতে বলেন। যেখানে সমাজের অসহায়, দরিদ্র মানুষের কান্না শুনতে পাবে এবং সেখান থেকে তারা সহযোগিতার নিশ্চয়তা পাবে।

৩) শ্রবণ ও উপবাসের আরেকটি অন্যতম দিক হচ্ছে অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ও সংলাপের গুণগত মান বৃদ্ধি সাধন করা। কেননা অন্যকে শুনার মধ্য দিয়েই প্রকৃতভাবে অন্যের সাথে যুক্ত হওয়া যায়।

৪) সর্বোপরি, তপস্যাকালীন এই সাধনা আমাদেরকে সমাজে ও ব্যক্তি পর্যায়ে ন্যায্যতা ও পুনর্মিলন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানোর প্রেরণা ও শক্তি দান করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, পোপ ১৪শ লিও-এর তপস্যাকালীন বাণী-২০২৬ খ্রিস্টাব্দ খুবই অর্থবহ ও বাস্তবসম্মত। 'শ্রবণ-উপবাস-একসাথে পথ চল'- এই তিনটি উপাদানকে তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থেকে মানুষের প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রা ও অভ্যাসের সাথে যুক্ত করেছেন। এটাকে তিনি অনেকটা যেন অবরোহী ও আরোহী চিত্রে অংকিত করেছেন। ঈশ্বর মানুষের কান্না শুনে তাকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে এসেছেন এবং মানুষের সাথে যুক্ত হয়েছেন (অবরোহী)। অন্যদিকে, মানুষ তার ভাই-মানুষের আত্মচিৎকার শুনে তাদের জন্য কাজ করতে করতে তার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারে (আরোহী)।

আর্চবিশপ মাইকেল এম রোজারিওকে সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হোক

ড. ফাদার মিন্টু এল পালমা

আমার আগের লেখার প্রথম কয়েকটা লাইন দিয়ে শুরু করি যেখানে উল্লেখ করেছিলাম "যিনি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী ও নির্ভীক কাণ্ডারী, যিনি ছিলেন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, যিনি ছিলেন উদার ও জ্ঞানাধার, যিনি ছিলেন জ্ঞানী ও ধ্যানী-ধীমান, যিনি ছিলেন সাধক ও আদর্শ পালক, যিনি ছিলেন ত্যাগী ও কষ্টভোগী, যিনি ছিলেন বিনয়ী ও রাশভারী, যিনি ছিলেন অনাড়ম্বর ও অকপট, যিনি ছিলেন ন্যায়বান ও নিরপেক্ষ, যিনি ছিলেন কঠিন পাহাড়ে শীতল ঝর্ণা, যিনি ছিলেন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিদ্ধ, যিনি ছিলেন দরদী ও সংবেদনশীল - সেই বুদ্ধিদীপ্ত প্রজ্ঞায়পূর্ণ ও বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষটির কথাই বলছি- আর তিনি হলেন প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল **এম** রোজারিও। ঢাকার আর্চবিশপ হিসাবে যিনি ছিলেন সেই ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছরে সারা বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের উপর দৃঢ় ও বলিষ্ট এক ছাতা। সবাই তার স্নেহছায়ায় ছিলেন নিরাপদ। প্রয়াত বিশপ যোয়াকিম রোজারিও-র কথামত 'বাইরের দিকটা ঝুনা নারিকেলের মত কঠিন মনে হলেও আসলে আর্চবিশপ মাইকেল-এর ভিতরটা ছিল নারিকেলের ভিতরের সেই জলের মত শীতল'।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তখনকার পৃথিবী বিখ্যাত কিউবার সমাজবাদী নেতা ফিদেল কাস্ট্রোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন ফিদেল কাস্ট্রো মুজিবকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু আমি মুজিবকে দেখেছি'। আমি সেই কথাটাই এখানে খুব সাহস ও গর্বের সাথেই বলছি, 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু আর্চবিশপ মাইকেলকে দেখেছি'। যদিও এই প্রজন্মের কাছে তিনি পরিচিত নন কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর সারা বাংলাদেশ জুড়ে বিশেষ করে এখনো অনেক খ্রিস্ট বিশ্বাসী রয়েছেন তারা এই বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী আর্চবিশপ মাইকেলকে দেখেছেন, তার কথা শুনেছেন। তাদের স্মৃতিতে তাকে লালন করে যাচ্ছেন একজন দক্ষ, যোগ্য এবং আদর্শ এক নমস্য পালক হিসাবে। যারাই তার সংস্পর্শে এসেছে তারা কখনো তার কথা ভুলতে পারেনি। সবার কাছেই তিনি মহান, তিনি নমস্য, তিনি সবার মনে এক সন্তজন।

অনেক বছর ধরে তার সাথে মণ্ডলীর সেবাকাজে নিয়োজিত থাকার পর একজন যাজক একবার বলেছিলেন 'মনে হয় আর্চবিশপ মাইকেল কখনো মরবেন না'। সেই যাজকের কথা ধরেই এই প্রশ্নটা জাগছে, আসলে আর্চবিশপ মাইকেল কি মারা গেছেন! সারা বাংলাদেশের যেখানেই যাই মণ্ডলীর কোন প্রসঙ্গে কথা উঠলে তাকে যারা চিনতেন তারা বরাবরই আর্চবিশপ মাইকেলের প্রসঙ্গ টেনে আনেন, তার কথাগুলো অনর্গল বলে যান..! তাছাড়া বয়স্ক যাজকগণ যারা মণ্ডলী ভাবনা নিয়ে কোন বক্তব্যে, নির্জন ধ্যানে, কোন সহভাগিতায় উদাহরণ হিসাবে

সব সময় যাকে টেনে আনেন তিনি হলেন এই আর্চবিশপ মাইকেল এম রোজারিও। এতেই প্রমাণ হয় তিনি এক প্রবাদ পুরুষ। কথা প্রসঙ্গে, আলোচনা প্রসঙ্গে তার নাম ও তার উক্তি উদাহরণ হয়ে চলে আসে। তাই তিনি মরেও যেন আজও সবার কাছে আরো জীবন্ত।

তিনি ছিলেন একজন দরদী এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ। তিনি মানুষের দুঃখ কষ্টে সবসময় তাদের পাশে ছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, বড় কোন দুর্ঘটনায় কখনো তিনি তার হাউজ-এ বসে থাকেননি। যত প্রতিকূলতাই থাকুক, যত অসুবিধা-ই হউক তিনি চলে গেছেন তাদের কাছে, থেকেছেন তাদের পাশে। বন্যায় বর্ষায়, কি কোসা, কি নৌকা, কি কলাগাছের বেওড়া প্যান্ট কাছা দিয়ে উঠে গেছেন তাতে, নেমে পরেছেন পানিতে, খালি পায়ে কাঁদা পানি ভেঙ্গেছেন অবলীলায়। তিনি ছিলেন অসহায়ের সহায়। দুর্বলের শক্তি। কোন যাজক অসুস্থ হলে, হাসপাতালে ভর্তি হলে তাকে যেন দেখতে যেতেই হবে। অন্য কোন বিশপ তার যাজকের কোন গুরুতর সমস্যায় বা অসুস্থতায় সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করলে সেখানে আর্চবিশপ ত্বরিত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতেন।

অসাধারণ ব্যক্তিত্বে অতি সাধারণ জীবন তার। বিদেশে যাওয়া ছাড়া তাকে কখনো জুতো পড়তে দেখিনি। তিনি ছিলেন সব জায়গায় মানিয়ে নেওয়ার মানুষ। পায়ে থাকতো অতি সাধারণ এক জোড়া সেন্ডেল, গায়ে সাধারণ শার্ট, আর কয়েকটা গেঞ্জি। যেকোন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে খুব সহজ ও সুবিধাজনক অবলম্বন। তিনি জানতেন তার জনগণ গরীব, অতি সাধারণ, সহজ সরল। সেই কথা মনে রেখে কখনো তিনি জমসাদা (কালো) পোশাক গায়ে ঝুলিয়ে তাদের কাছে যেতেন না। কাদা-পানি ভাঙ্গতে দ্বিধা করতেন না। বর্তমানে যে সিনডালিটির কথা মণ্ডলী সভা সেমিনার করে বলে সেটা আর্চবিশপের জীবনে একেবারে জীবন্ত ছিল। তার মেষপালের সাথে একাত্মতার জীবন দৃষ্টান্তই ছিল এখনকার মুখে মুখে উচ্চারিত সিনডালিটি। এত ভারী একজন মানুষ, গরমে এত ঘামতেন কিন্তু কখনো গাড়ীর জন্য, নিজের ঘরের জন্য এয়্যার কন্ডিশনের কথা ভাবেননি। যেখানেই গেছেন সেখানে গিয়ে বা এত গরমে কয়েক টুকরা বরফ কামড়িয়ে খেয়ে ভিতরটা ঠান্ডা করে নিতেন।

বিশপের মাথার টুপি আর বিশপের লাঠির পালক ছিলেন না তিনি। কারণ তিনি জানতেন তিনি পালক। উপাসনায় এইগুলো নিয়ে তার মধ্যে কখনো অস্থিরতা ছিল না, বরং উপাসনায় তার মধ্যে ছিল ধীরতা। উপাসনায় বিশপীয় আনুষ্ঠানিকতা ও প্রদর্শনের উর্ধ্বে বেদীতে একজন পুরোহিত পুজারীর দিকটাই তার মধ্যে গুরুত্ব পেতো। তিনি জানতেন বেদীতে রাজকীয় ভাবের কিছু নেই, বেদীতে তিনি যাজক। তিনি ভাবে চলতেন না, ভড়ং-এ চলতেন না, তিনি ভবে চলতেন, কঠিন বাস্তবে চলতেন। উপদেশে বিশ্বাসীভক্তদের তিনি আকাশে ভাসাতেন না, বরং যিশুর মতই অতি বাস্তব ও জীবনের কথাগুলোই সহজ ও সরল ভাষায় মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করতেন। তিনি কোন আবেগ দিয়ে নয়, ভাবাবেগেও নয় বরং বোধিসহ বিবেককে নাড়া দিয়ে তার মেষপালদের জীবনের কথা বলতেন। যিশুর কথা উদৃতি দিয়ে পবিত্র বাইবেল-এর বাণী উল্লেখ করে তিনি উপদেশ দিতেন। তার কথার মধ্যে সব সময়ই থাকতো 'ঐ যিশু বলেছেন..... যিশু বিশ্বাসী তো যিশুর কথাই বলবেন....।

পালকের কাজ তার মেষদের খোঁজ নেওয়া আর এটা তার মধ্যে উত্তম মেষপালক যিশুর উদাহরণ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেখানেই যেতেন রাস্তার ধারে বা পাশে যত গির্জা কনভেন্ট পড়তো একটু সময় হলেও তিনি তাদের দেখতে যেতেন, খেয়াল-খোঁজ করতেন, তাদের সাক্ষাৎ দিতেন। কাউকে বাদ দিতেন না। এতে তার কোন তাড়াহুড়ো ছিল না। তার কাছে সবাই ছিল সমান। লম্বা যাত্রায় সময় রাস্তায় থেমেই কিছু খেয়ে নিতেন, আর তার সাথের সবাইকে খাওয়াতেন। পুরো গাড়ী জুড়ে পিছনের সীটে বসে একা চলার আমলাতান্ত্রিকভাব তার মধ্যে কখনোই ছিল না। তিনি কালো গ্লাসের গাড়ীতে চলতেন না। সাদা গ্লাসের গাড়ীতে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে গাড়ীর জানালা খুলে চলতেন। কখনো কখনো গাড়ীতে বেশি যাত্রী হয়ে গেলে তিনি তার যাজককে তার সীটের পাশে চাপাচাপি করে বসিয়ে নিয়ে যেতেন। এতে তার বিশপীয় মান সম্মান যায়নি, মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়নি। এ যেন পালকের কাঁধে মেষশাবক!

তিনি পদ-পদবীর জন্য কখনো অস্থির ছিলেন না। তিনি বিশপ হতে চাননি। যেন না হন তার জন্য তিনি ভাটিকানে অনুরোধও করেছিলেন। কিন্তু পদ তাকে ছাড়েনি। ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রহণ করে তিনি হলেন যিশুর মত জনপদের পালক। মফঃস্বলে গিয়ে এই পালক কখনো পালংক খুঁজেননি। প্রয়োজনে রাত্রি যাপন করেছেন ভাঙ্গা ঘরে, সাক্রিস্টি রুমে ভাঙ্গা বিছানায়। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। বক্সনগরের একশত বছরের তিনদিনের জুবিলীতে তিনি সেই প্রায় গ্রামের বাইরে অবস্থিত জড়াজীর্ণ গির্জার সাক্রিস্টিতে ভাঙ্গা বিছানায় রাত্রি যাপন করেছেন। একই ছোট্ট সাক্রিস্টিতে আমিও ছিলাম। ভাঙ্গা গীর্জায় ইলেট্রিসিটি ছাড়া মোমবাতি জ্বালিয়ে অন্ধকার ছোট্ট সক্রিস্টি রুমে অন্য একজন যাজকের সাথে একই রুমে ঘুমানোতে তার মধ্যে এতটুকু দ্বিধা ছিল না। অমায়িকভাবে তিনি সব জায়গায় মানিয়ে চলতে পারতেন। তার মধ্যে ছিল অনাড়ম্বতা। তার যাপিত জীবনটা ছিল অতি সাধারণ।

বিশপ হয়ে প্রথমে তিনি বৃহত্তর দিনাজপুর অর্থাৎ এখনকার রাজশাহীসহ দিনাজপুর ডায়োসিস-এ দশ বছর বিশপীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। তার সময়ে তখন মাত্র কয়েকজন দেশী যাজক ছিলেন। আর অধিকাংশ যাজকই ছিলেন ইটালীয়ান পিমে যাজক। এখনো যে কয়েকজন পিমে বয়স্ক যাজকগণ রয়েছেন তারা তাকে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সন্ত হিসাবে দেখতে চান। কারণ তারাই তাকে বেশি ভালো করে চিনেন, যেমন ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে তখনকার ঢাকার যাজকগণ ও ভক্তগণ চিনতেন। পিমে যাজকগণ তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, পালক হিসাবে তার অসীম সাহস, তার পালকীয় দক্ষতা, একজন প্রকৃত নেতার সব গুণাবলী তার মধ্যে দেখেছেন। সেখানে তিনি এতবড় এলাকা জুড়ে দশ বছর তার বিশপীয় কাজ করে তারপর ঢাকায় আর্চবিশপ হয়ে আসেন। তিনি আসেননি, তাকে আনা হয়। কারণ তিনিই ছিলেন আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর একমাত্র যোগ্য উত্তরসুরী। কারণ তাকে যে বৃহত্তর ঢাকার হাল ধরতে হবে।

তার সময়টায় ছিল বৃহত্তর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। এখনকার ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট। এই বৃহত্তর চারণভূমিতে সব জায়গায় সেবা দিয়ে বেড়িয়েছেন্। বর্তমানে মণ্ডলী যে পেরিফেরির (Periphery) কথা বলে, যে প্রান্তিক জনগণের কাছে যাওয়া, তাদের কথা ভাবা, তাদের কথা শোনা, তাদের সাথে চলা, তার উদাহরণ অনেক আগেই আর্চবিশপ মাইকেল রেখে গেছেন। তিনি এত মিটিং-সভা, ফাইল-পত্র বা পেপার ওয়ার্ক, এত পলিসি-প্রক্রিয়ার মানুষ ছিলেন না। চিন্তা-চেতনায় তিনি খুব শাণিত ও স্বচ্ছ ছিলেন। কোন কিছুর মৌলিক আদর্শ তার কাছে পরিষ্কার থাকতো। কিন্তু এরচেয়ে বড় মৌলিকত্ব ছিল তার বাস্তববাদী ও কল্যাণমুখী কর্মপন্থা। কথার প্রতিফলন কাজে তিনি ফুটিয়ে তুলতেন। মণ্ডলীতে যে পদে ক্ষমতার সবচেয়ে বেশি অপব্যবহার হয় সেই পদে থেকেই তিনি সেই ক্ষমতাকে অলংকৃত করেছেন ভক্তি-সেবামার্গে। সুতরাং তার কাছে কর্তৃত্ব নয় দায়িত্বে ছিল খ্রিস্টীয় শক্তি করুণা। তিনি জানতেন 'Without love authority is tyranny' ভালোবাসা ছাড়া ক্ষমতা হলো নিপীড়ন।

তিনি ছিলেন একজন প্রার্থনাশীল পালক। প্রাহরিক প্রার্থনায় একনিষ্ঠ এক মানুষ। যাত্রায়, গাড়ীতে কখনো ব্রিবিয়ারী প্রার্থনা বই ছাড়া দেখিনি। তিনি একজন পালকই নন তিনি ছিলেন একজন পিতা। যাজকগণ তার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি যাজকদের কথা ভাবতেন। বিশেষ করে যারা একটু দুর্বল তাদের প্রতি তার ছিল বিশেষ দৃষ্টি। তার মধ্যে কোন আঞ্চলিকতা ছিল না, পক্ষপাত আচরণ ছিল না, কোন দল ছিল না, কোন ইজম ছিল না বিতর্কিত করতে পারে, কোন স্বজনপ্রীতি ছিল না, প্রতিপক্ষ ভেবে কাউকে দূরে রাখতেন না। যাজকদের প্রতি তার অনেক আস্থা ছিল। দীর্ঘ ৩৮ বছরের তার বিশপীয় পালকীয় সেবার কাজে তিনি একজন যাজককেও হারাননি। তার স্নেহশীল পিতৃত্বের জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। তিনি যাজকের কষ্টে কেঁদেছেন। একবার একজন যাজক তার যাজকীয় জীবন ছেড়ে দিবেন বলে তার কাছে যান আর আর্চবিশপ তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছেন। ঐ যাজকও কাঁদলেন। তারপর তিনি হাসিমুখে তার প্যারিশে ফিরে গেলেন। সেই যাজক এখনো একজন সুখী যাজক হিসাবে মণ্ডলীতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

তার চরিত্রের গায়ে কেউ কেউ কালিমা লাগানোর অপচেষ্টা করেছিল। ইতিহাস বলে যে, কোন ন্যায়বান, একনিষ্ঠ খ্রিস্টানুরাগীর পিছনে শয়তান সক্রিয় থাকে। তার জীবনেও ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন পাহাড়ের মত স্থির-ধীর। কত কেউ পাহাড়ের গায়ে পাথর ছুঁড়ে আঘাত করে কিন্তু পাহাড় থাকে নীরব, অবিচল। তিনি তাই ছিলেন। যারা তাকে কালিমা লেপনের চেষ্টা করেছে তাদের তিনি শুধু ক্ষমাই করেনি তাদের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। দু'হাজার খ্রিস্টাব্দের জুবিলী বর্ষে এবং পরবর্তীতে যেটা 'কেনাডা ফিবার' নামে পরিচিত সেই সময়ে কিছু খ্রিস্ট বিশ্বাসী আর্চবিশপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন একটা অন্যায় দাবী নিয়ে। তার বিরুদ্ধে অনেক অন্যায় অপবাদ এবং মন্দ কথা ব্যবহার করেছিলেন। আর্চবিশপস হাউজে এসে তার উপর আক্রমণাত্মক আচরণে উদ্যত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ মণ্ডলীর এই ক্রাইসিস সময়ে মণ্ডলীর অন্য ধর্মীয় নেতাদের যখন পাশে পাননি তখন তিনি একাই সব তার কাঁধে নিয়েছেন। তখনই দেখা গেছে তার প্রকৃত পালকের রূপ। তিনি ছিলেন ধীরস্থির। দেখেছেন যে, যারা তার বিরুদ্ধে অপবাদ-অপমান করছেন, তারা তো তারই মেষপালের জনগণ। তাই তিনি সব কিছুই নীরবে বয়েছেন সয়েছেন। তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন সেই যিশুরই মত। কারো বিরুদ্ধে তিনি কোন রাগ পোষণ করে রাখেননি। তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের ধর্মরাজ।

তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ। অনকে তাকে বলতো Jack of all trades অর্থ্যাৎ ব্যবহারিক এমন কিছু নেই যা তার অজানা ছিল না। তার বুদ্ধিকে তিনি বিবেক দিয়ে বাবহার করেছেন সততায়, ন্যায্যতায় ও মানব কল্যাণে। তার জ্ঞানের জন্য কোন গড়িমা ছিল না। যেমন তার বুদ্ধি ছিল, তেমন তার জ্ঞান ছিল এবং সব কিছুর উর্ধে যেটা সেই প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিল। কঠিন সমস্যায়, জটিল বাস্তবতায় যখন যাজক - বিশপগণ কোন উপায়-উত্তর খুঁজে পেতেন না তখন তিনি তাৎক্ষনিক খুব সহজভাবেই তার উপায় বলে দিতেন। কোন ব্যাপারে তিনি কাউকে দ্বিধায় রাখতেন না, সিদ্ধান্তহীনতায় রাখতেন না। তিনি সেই সময়ই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে পথ দেখাতেন এবং না পারলে তখনই তাতে সঠিক সিদ্ধান্তটা বলে দিতেন। সিদ্ধান্ত দান একটা প্রশাসনিক গুন। পালক-প্রশাসক হিসাবে তার মধ্যে এই গুণটার প্রকাশ জ্বলন্ত যা প্রজ্ঞারই প্রকাশ।

আদর্শ নেতা কাকে বলে আর্চবিশপ মাইকেলই সেটার প্রকৃত সংজ্ঞা। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর বাইরে অন্য সকল মণ্ডলীর নেতা নেতৃগণ একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং একজোটে মেনে নিয়েছেন তার নেতৃত্ব। মণ্ডলী বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মণ্ডলীর কোন সমস্যায় তাদের কাছে তিনি ছিলেন শেষ কথা, চূড়ান্ত কথা, একমাত্র কথা। সমস্ত বিতর্কের উর্ধ্বে

যার ব্যক্তিত্ব, ন্যায়, সত্য ও শান্তি যার ছিল বর্ম, নানা প্রতিকূলতায় মণ্ডলীকে, খ্রিস্টীয় সমাজকে সামনে থেকে যিনি দিয়েছেন নেতৃত্ব সেই পার্থ সারথি হলেন আর্চবিশপ মাইকেল। একজন আদর্শ নেতার কি কি বিরোচিত নৈতিক গুন থাকা প্রয়োজন, কি রকম দর্শন ও জীবন যাপন করা প্রয়োজন যা সাধু পলের লেখা রোমীয়দের কাছে ১৩: ৯-২১ পদে উল্লেখ করা হয়েছে তা আর্চবিশপ মাইকেলের জীবনে জলন্তভাবে ফুটে উঠেছে।

আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিওর কাজ, তার কথা, তার জীবন, তার ব্যক্তিত্ব ছিলো অকৃত্রিম-অবিচল–খাঁটি-আদর্শিক, ন্যয়পরায়ন ও জীবনভিত্তিক। বাহ্যিক চাকচিক্য নয়, পোশাকী বাহারী নয়, জনবিচ্ছিন্ন অহমিকা নয়, আত্মপ্রচারে আসক্ত নয়, করুণায় কৃত্রিমতা নয় বরং জীবনে চলনে-বলনে-যাপনে-মনন ও সাধনে তার মধ্যে ছিল নির্মল সাধুতা, বিশ্বাসে দৃঢ়তা, প্রার্থনায় বিশ্বস্ততা, পালকীয় কর্তব্যে নিষ্ঠতা, চলনে বলনে সততা, অনাসক্ত ও অনারম্ভতা, অকৃত্রিমতা, সহজলভ্যতা, নেতৃত্বে নিঃস্বার্থ সেবা, পক্ষপাতহীনতা, বিচক্ষণতা, দয়া, উদারতা ও বদান্যতা।

কাথলিক মণ্ডলীতে সাধু শ্রেণিভুক্ত প্রক্রিয়ায় তাদেরই গণ্য করা হয় যারা এই জগতে ঐশরিক গুনগুলো যেমন বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা এবং মানবিক প্রধান গুনগুলো যেমন ত্যাগ, সংযম, ধৈর্য, বিচক্ষনতা এবং ন্যায়পরায়নতা এ জগতে অটল ও দৃঢ়তার সাথে এবং বিরল ও অসাধারণভাবে যাপন করে গেছেন। যারা এ জগতে পবিত্র, ধর্মনিষ্ঠ, নিরাসক্ত জীবন যাপন করে গেছেন, যারা পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করে অন্যদের কাছে আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যারা মহৎ ও পরমোৎকর্ষ জীবন দৃষ্টান্ত রেখেছেন, যারা উদার এবং নিস্বার্থপর জীবন যাপন করেছেন তাদের সন্তজনের অন্তর্ভুক্ত করে জগতের সামনে আধ্যাত্মিক গাইড হিসাবে রাখেন।

এই ঐশ্ব গুনগুলো (Theological virtues), প্রধান গুণগুলো (Cardinal virtues) এবং বিরোচিত নৈতিক গুনগুলো (Heroic vertues) আর্চবিশপ মাইকেল এম. রোজারিও তার জীবনে প্রতিটা মুহূর্তে, প্রতিটা ক্ষেত্রে, প্রতিটা দায়িত্বে-কর্তব্যে এবং সর্বোপরি একজন একনিষ্ঠ খ্রিস্টবিশ্বাসী মানুষ, একজন যাজক, একজন বিশপ এবং একজন পালক, পরিচালক হিসাবে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও পবিত্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। **তার জীবনচরিত জগতের ও মণ্ডলীর পদ ও ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের কাছে 'অতি সাধারণ ও ন্যায়বান সেবক' এর উদাহরণ হিসাবে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।**

ইতোমধ্যে তার মৃত্যুর ১৭ বৎসর চলছে। এর মধ্যে তার সম্বন্ধে ও তার জীবনীর উপর বেশ কিছু বই প্রকাশ পেয়েছে, ইতোমধ্যে তার নামে বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রতি বছর তার মৃত্যুবার্ষিকীতে তার জীবন চরিত নিয়ে সহভাগিতা করে থাকেন এবং প্রতিবেশীতে তাকে নিয়ে লেখাও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সর্বশেষ এবছর বিডিপিএফ প্রকাশিত 'বাংলাদেশের প্রয়াত ধর্মপ্রদেশীয় বিশপ-যাজকবর্গ' বইয়ে কয়েক পৃষ্ঠায় তার জীবনের অনন্য সাধুতার দিকগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক ফাদার ঝলক আন্তনী দেসাই। সেই নদী বিধৌত মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্যাম-সবুজে ঘেরা শুলপুর গ্রামের ছোট্ট বেলার 'মাক্কু' কিভাবে হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশ মণ্ডলীর মহান পালক আর্চবিশপ মাইকেল। তাকে চিনে জানে অনেক মানুষই আজ বয়স্ক-বৃদ্ধ বা অনেকেই বিগত হয়েছেন। এই সন্ধিক্ষণে কারো বা ধর্মপ্রদেশের উদ্যোগে তার সম্বন্ধে আরো তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন মনে করি। তাই আমি ঢাকা আর্চডায়োসিস এর একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী ভক্ত-যাজক হিসাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবো যেন তার ক্যাননাইজেসনের জন্য ভাবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন॥

(পূর্ব প্রকাশ: ৪১ সংখ্যা, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ)

তপস্যাকাল: জীবন রূপান্তরের উপযুক্ত সময়

ফাদার প্রশান্ত এল গমেজ

তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক জীবন পরিবর্তনের সুন্দর সুযোগ। আত্মিক, আত্মশুদ্ধি, অনুশোচনা, দুঃখ প্রকাশ করা, অপরাধ জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার, অন্ধকার, পাপের জগৎ, ভোগবিলাসিতা, অসততা; হৃদয়ের কালিমা থেকে বিমুক্ত হওয়ার সুযোগ। কু-প্রবৃত্তি, কু-অভ্যাস ধীরে ধীরে ত্যাগ করে নিজের হৃদয়কে নব চেতনায় রূপ দেওয়ার সময়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ, কৃপা, ঈশ্বরের ভালোবাসা, হৃদয়ে প্রশান্তি, অনাবিল আনন্দ অনুভব করার সময়, মানুষের সাথে সদ্ভাব, সংলাপ, অতীতের ভূল ভ্রান্তি ভুলে ভ্রাতৃত্ববোধ মনোভাব নিয়ে নম্রচিত্তে নিজের ভুল স্বীকার করে অন্যের দিকে হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করার সময়। জীবনকে নতুন করে দেখা, অন্যকে আপন করে নেওয়া, নিজেকে নতুন রূপে গড়ে তোলা; অর্থাৎ নিজের অন্তরকে পবিত্রতার বসনে সাজাতে হবে। পাপমুক্ত চিত্ত, অন্তরের শুচিকরণ, পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করার মাধ্যমে পবিত্র হতে পারি। তপস্যাকাল হলো নিজের দিকে তাকানো, রাগ, অভিমান, বিদ্বেষ, হিংসা ভুলে অন্যকে জড়িয়ে ধরার সময়। নিজেকে নতুন মানুষ রূপে গড়ে তুলতে হবে। বলাবাহুল্য, বাহ্যিকতা, জীর্ণ সুখ-ভোগ ত্যাগ, বিলাসিতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। বসন্তকালীন প্রকৃতির নব পল্লবে যেভাবে পরিবর্তন হয় তেমনি আত্মমূল্যায়ন, অনুশোচনা, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা, দৃঢ় সংকল্প করা, কু-নজর থেকে সু-নজরের দিকে তাকাতে হবে। অনেকে অনেক উপবাস, প্রার্থনা, দয়াভিক্ষা করে থাকে তা যথেষ্ট নয় বরং আচরণ বিধি, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, কু-কথা, মিথ্যাচার, প্রতিশোধের মনোভাব ত্যাগ করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের অন্তরের রূপান্তর ঘটাতে পারি। মণীষীগণ বলেন: যারা নিজের দোষ ত্রুটি, অপরাধ নম্রচিত্তে স্বীকার করে নেয় তারা হলেন মহান, গুণী, ধ্যানী ব্যক্তি। যিশু যে ক্রুশ বহন করে চলেছে আমাকে একদিন সেই ক্রুশ বহন করতে হবে। জীবন পাল্টাতে গেলে একদিনে হবে না; সময় সাপেক্ষের ব্যাপার। অনেক ভক্তজন আছেন পাপস্বীকার বা পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত ব্যতিত বছরের পর বছর পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেই চলেছে, এটা মোটেও ঠিক নয়। তারা এখনও তাঁর প্রার্থনায় অজ্ঞ, পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের গুরুত্ব এখনও বুঝেনি। আর বুঝলেও অনীহা প্রকাশ করে। নিজের পাপ স্বীকার করতে ভয় পায়। কিছু কিছু ভক্তজন আছেন, তপস্যাকালে সব নিয়ম পালন করেন; পক্ষান্তরে আবার অন্যের সমালোচনা, মিথ্যাচার, অনৈতিক কাজ করে যাচ্ছেন। আসলে তপস্যাকাল হলো তোমার আমার হৃদয় ছিঁড়ে ফেলো, ঝেড়ে ফেলো, শুভ্র ও পবিত্রতার বসনে আবৃত করে তোলে আত্মিক বসনে রূপান্তর ঘটানো। পাপ প্রবণতা, শয়তানের স্তুপকে পুড়ে ফেলো, অন্তরকে নব প্রেরণায় জাগ্রত করে তোল। আলোকিত মানুষ হও, নিজেকে ঐশ কৃপায় সাজিয়ে তোল। এই তপস্যাকাল হলো জীবন পরিবর্তন, মনোভাব পাল্টানোর সময়। সচেতন, সজাগ থাকার সময়, পাপ মন্দতা পরিহারের এবং আত্মিক নিরাময়তার সময়। সুন্দর মনোভাব, সুন্দর চিন্তা করার সময় এই প্রায়শ্চিত্তকাল।

শিশুদের পুনরুত্থিত যিশু

প্লাবন স্কট গ্রেগরী

একটি ছোট গ্রামে কিছু শিশু থাকত। তারা সবাই খুব কৌতুহলী ছিল এবং যিশুর গল্প শুনতে খুব ভালোবাসত। গ্রামের ছোট গির্জায় প্রতি রবিবার তারা জড়ো হয়ে যিশুর ভালোবাসা, দয়া এবং ক্ষমার গল্প শুনতো। একদিন রবিবার স্কুলে শিক্ষক তাদের বললেন, "যিশু মানুষকে এত ভালোবাসতেন যে তিনি মানুষের জন্য কষ্ট সহ্য করেছিলেন। কিন্তু গল্প এখানেই শেষ নয়। তিন দিন পর তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠেছিলেন–এটাকেই আমরা পুনরুত্থান বলি।" শিশুরা অবাক হয়ে গেল। তাদের মধ্যে জয় নামের একটি ছেলে জিজ্ঞেস করলো, "স্যার, যিশু আবার কেন ফিরে এসেছিলেন?" শিক্ষক মৃদু হাসলেন এবং বললেন, "যিশু ফিরে এসেছিলেন আমাদের শেখাতে যে ভালোবাসা কখনো হারায় না। সত্য, দয়া আর ভালো কাজ সবসময় জয়ী হয়।" সেই দিন থেকে শিশুরা সিদ্ধান্ত নিল তারা যিশুর শেখানো পথ অনুসরণ করবে। তারা একে অন্যকে সাহায্য করতে শুরু করল, দুর্বলদের পাশে দাঁড়াল এবং সবাইকে ভালোবাসতে শিখল। ধীরে ধীরে গ্রামের মানুষ লক্ষ্য করলো, শিশুদের আচরণ বদলে গেছে। তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু এবং সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে। তখন গ্রামের এক বৃদ্ধ বললেন, "যিশু সত্যিই পুনরুত্থিত হয়েছেন–শুধু গির্জায় নয়, এই শিশুদের হৃদয়ের মধ্যেও।"

ভালোবাসা, দয়া ও সত্যের পথে চললে যিশুর শিক্ষা আমাদের জীবনের মধ্যেই জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সৎ কাঠুরে

এক ছিল এক গরিব কাঠুরে। সে প্রতিদিন জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করত। সেই টাকা দিয়ে সে তার পরিবার চালাত। কাঠুরেটি খুব সৎ এবং পরিশ্রমী মানুষ ছিল। একদিন সে নদীর ধারে একটি গাছ কাটছিল। হঠাৎ করে তার কুড়ালটি হাত ফসকে নদীর গভীর পানিতে পড়ে গেল। কুড়াল হারিয়ে সে খুব দুঃখ পেল, কারণ ওই কুড়ালটাই ছিল তার একমাত্র কাজের জিনিস। কাঠুরে নদীর ধারে বসে কাঁদতে লাগল। ঠিক তখনই নদীর দেবতা পানির ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কেন কাঁদছ?" কাঠুরে বলল, "আমার কুড়াল নদীতে পড়ে গেছে। ওই কুড়াল ছাড়া আমি কাজ করতে পারব না।" নদীর দেবতা পানির নিচে ডুব দিয়ে একটি সোনার কুড়াল নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, "এই সোনার কুড়ালটি কি তোমার?" কাঠুরে মাথা নেড়ে বলল, "না, এটা আমার নয়।" তারপর দেবতা আবার পানিতে ডুব দিয়ে একটি রূপার কুড়াল নিয়ে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি তোমার?" কাঠুরে আবার বলল, "না, এটাও আমার নয়।" শেষে দেবতা আবার পানিতে ডুব দিয়ে কাঠুরের নিজের লোহার কুড়ালটি নিয়ে এলেন। কাঠুরে খুশি হয়ে বলল, "হ্যাঁ, এটাই আমার কুড়াল।" কাঠুরের সততা দেখে নদীর দেবতা খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, "তুমি খুব সৎ মানুষ। তাই তোমার সততার পুরস্কার হিসেবে আমি তোমাকে সোনার আর রূপার কুড়াল দু'টিও দিচ্ছি।" কাঠুরে খুব খুশি হয়ে দেবতাকে ধন্যবাদ দিল এবং বাড়ি ফিরে গেল। সে বুঝতে পারল, সৎ থাকলে একদিন না একদিন তার ফল অবশ্যই পাওয়া যায়।

শিক্ষা: সততা মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ। সৎ মানুষ সবসময় সম্মান ও পুরস্কার পায়।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

প্রায়শ্চিত্তের পথে

সাম্য টলেন্টিনু

প্রায়শ্চিত্তের এই পবিত্র কালে,
মন ফিরে চায় সত্যের ডাকে।
ভুলের পথে যত ছিলাম হারিয়ে,
ফিরি আজ আবার প্রভুর ছায়ায় এসে।

নীরব প্রার্থনায় জাগে আশা,
অন্তরে জ্বলে নতুন ভাষা।
ত্যাগ ও তপস্যার এই সময়ে,
হৃদয় ভরে শান্তির বাণীতে।

পাপের আঁধার করি দূর,
ভালোবাসায় হই ভরপুর।
ক্ষমার আলো জ্বলে প্রাণে,
নতুন জীবন ডাকে টানে।

প্রায়শ্চিত্তের পথ দেখায় আলো,
মানুষ হোক আরও ভালো।
সত্য, দয়া, প্রেমের ডাকে,
নব আশায় জীবন জাগে।

প্রার্থনার সুরে ভরে মন,
করুণা ছুঁয়ে যাক জীবন।
পবিত্র পথে চলি সবাই,
প্রভুর প্রেমে থাকি সদাই।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

ইউফ্রেজী কথা গমেজ
সেন্ট ইউফ্রেজীস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ
৮ম শ্রেণী

বিধবা ও প্রবীণদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো প্রায়শ্চিত্তকালীন সেমিনার

ফাদার নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি: গত ০১ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের জলছত্র খ্রিস্ট দেহ ধর্মপল্লীতে বিধবা ও প্রবীণদের অংশগ্রহণে প্রায়শ্চিত্তকালীন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। হলিক্রস মিশন সেন্টার, ইউএসএ এর অর্থায়নে এবং জলছত্র ধর্মপল্লীর আয়োজনে বিধবা ও প্রবীণদের নিয়ে প্রায়শ্চিত্তকালীন এই সেমিনারে ধর্মপল্লীর গ্রামগুলো থেকে মোট ৩২৪ জন উপস্থিত ছিলেন। এই সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। সেমিনারের আগের দিন ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার, বিকালে মহামান্য কার্ডিনাল এবং তার সফর-সঙ্গী ফাদার ইউজিন আঞ্জুস সিএসসি'কে বরণ-নৃত্য ও ফুলের তোড়ার মধ্য দিয়ে জলছত্র ধর্মপল্লীতে বরণ করে নেওয়া হয়। ০১ মার্চ, রবিবার সকাল ৮:৩০ মিনিটে কার্ডিনাল মহোদয় ধর্মপল্লীর গির্জায় খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণে রবিবাসরীয় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের পরপরই সকাল ৯:৪৫ মিনিটে আরম্ভ হয় বিধবা ও প্রবীণদের অংশগ্রহণে প্রায়শ্চিত্তকালীন সেমিনারের আনুষ্ঠানিকতা। মহামান্য কার্ডিনাল, ফাদারগণ, সিস্টারগণ ও অংশগ্রহণকারীগণ কীর্তন সহকারে গির্জাঘরের সামনে আসেন। সেখানে কার্ডিনাল মহোদয় এবং নির্ধারিত ১২ জন প্রবীণদেরকে পদ প্রক্ষালন ক'রে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুবাস যোসেফ কস্তা সিএসসি এবং জলছত্র সেন্ট পৌলস্ মাইনর সেমিনারীর সহকারী পরিচালক ফাদার সামুয়েল পাথাং। এরপর ১০:১৫ মিনিটে টিফিন বিরতির পর কার্ডিনাল মহোদয়, "আমরা সকলে প্রভু যিশুর শিষ্য" এই মূলসুরের আলোকে তার উপস্থাপনা তুলে ধরেন। এই সময় অংশগ্রহণকারীগণ পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন কার্ডিনাল মহোদয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে আরো উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুবাস যোসেফ কস্তা সিএসসি, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি, ফাদার ইউজিন আঞ্জুস সিএসসি এবং ফাদার সামুয়েল পাথাং। খ্রিস্টযাগের পরপরই মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অংশগ্রহণকারী সকলকে উপহার প্রদান করা হয়। পরিশেষে পাল-পুরোহিত ফাদার সুবাস যোসেফ কস্তা সিএসসি'র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ঢাকা ক্রেডিটের আয়োজনে উদ্‌যাপিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৬

ডিসি নিউজবিডি: দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের আয়োজনে এবং হাজারো নারীদের অংশগ্রহণে উদ্‌যাপন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ৮ মার্চ, ফার্মগেট তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে সমিতির প্রেসিডেন্ট মাইকেল জন গমেজের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মঞ্জু মারীয়া পালমা'র সঞ্চালনায় সন্ধ্যা ৬টায় নারী দিবস পালন করা হয়। 'আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার; সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার।' এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হলিক্রস কলেজের প্রিন্সিপাল সিস্টার শিখা গমেজ সিএসসি এবং অতিথি বক্তা হিসেবে ছিলেন ফুড ফর হাংরি বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর বুলি হাগিদক। এদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি ও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, সাবেক প্রেসিডেন্ট ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাককো) লি:'র চেয়ারম্যান টুটুল পিটার রড্রিক্স'সহ আরো অনেকে। এছাড়াও ঢাকা ক্রেডিটের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, উর্ধ্বতনকর্মী, নারীকর্মীসহ হাজারো নারী অংশগ্রহণ করেন। এ দিন সমিতির প্রেসিডেন্ট মাইকেল জন গমেজ নারী দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করেন। এছাড়া প্রধান বক্তা সিস্টার শিখা বলেন, আমাদের সকলকে নারী দিবসের তাৎপর্য হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। নারী হলো সৃষ্টিকর্তা সেরা সৃষ্টি। নারী আত্মবিশ্বাসী, জীবন যুদ্ধে লড়াকু, পাহাড় স্থির, নারী স্নেহময়ী, ভালোবাসার আধার, নারী পরিণাম-পরিনীতা, নারী বহুরূপী, নারী ছায়া সঙ্গী। প্রতিটি মানুষ নারীদের মর্যাদা দিতে হবে। সমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক সব স্থানেই নারীর পদাচরণা রয়েছে। নারী বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক মনিকা গমেজ নারী দিবসের ইতিহাস এবং এর তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এছাড়াও বিশেষ বক্তা বুলি হাগিদক নারীদের বিষয়ক উৎসাহবঞ্চক বক্তব্য নারী অধিকার বিষয়ক মন্তব্য তুলে ধরেন। মঞ্জু মারীয়া পালমা, মনিকা গমেজ, ক্রেডিট কমিটির চেয়ারম্যান উমা ম্যাগডেলিন গমেজ, সুপার ভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান মারীয়া ডি'কুনাকে ঢাকা ক্রেডিটের পক্ষ থেকে বিশেষ শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র বাইবেল পাঠ করেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন ডিরেক্টর পাপিয়া রিবেরু এবং প্রার্থনা করেন সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট পাপড়ী দেবী আরেং। শেষে প্রার্থনা করেন ক্রেডিট কমিটির চেয়ারম্যান উমা ম্যাগডেলিন গমেজ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় সহযোগিতা করেন ঢাকা ক্রেডিটের কর্মী চম্পা মনিকা গমেজ এবং স্মৃতি ক্রুজ। অনুষ্ঠানে নারী কমিটির কার্যক্রম নিয়ে প্রামাণ্য চিত্রপ্রদর্শন, মোমবাতি প্রজ্বলন, নারী বিষয়ক উপ-কমিটি ও কালচারাল একাডেমীর উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অতিথিবৃন্দের উপহার প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সমিতির ভাইস-প্রেসিডেন্ট শিপন রোজারি সমাপনী বক্তব্য প্রদান করে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরামের "নারীর ভুবন" গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

রক রোনাল্ড রোজারিও: বিগত ৮ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার বাংলাদেশী খ্রিস্টান লেখক ও লেখিকাদের জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরামের উদ্যোগে সদ্য প্রকাশিত খ্রিস্টান নারী কবিদের কবিতা সংকলন "নারীর ভুবন" গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। সন্ধ্যা ৭টায় চলমান রাজধানী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলা একাডেমী আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার 'গ্রন্থ উন্মোচন কেন্দ্রে' বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে বইটির লেখিকাগণ, ফোরামের কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, অতিথি এবং শুভানুধ্যায়ীসহ প্রায় বিশ জন অংশগ্রহণ করে। বইটিতে ২১ জন খ্রিস্টান নারী কবির লেখা নানা বিষয় এবং ভাবনা ভিত্তিক ৪১ টি কবিতা স্থান পেয়েছে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক রক রোনাল্ড রোজারিও। কবি পিংকী দাস তার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, "নারীর জীবন, জগৎ এবং ভাবনা কলমের অক্ষরে প্রকাশের প্রচেষ্টা 'নারীর ভুবন' কাব্যগ্রন্থটি। আশা করি সকলে এই বইয়ের মাধ্যমে আপনারা সাহিত্যের রস আস্বাদন করবেন এবং সাহিত্যের আলোয় আলোকিত হবেন। কবি জেসিকা লরেটো ডি'রোজারিও বলেন, আমাদের নারীদের জীবনে আসলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করতে হয়। আজকের এই দিনে আমি এই বইটি উৎসর্গ করছি বাংলাদেশ এবং বিশ্বের সকল নারীকে যারা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নিষ্ঠার সাথে যুদ্ধ করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন। কবি সুষমা বির্জিনিয়া ডি'সিলভা বলেন, বইটিতে তার দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এবং এটাই প্রথম বই যেখানে তার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ফোরামের সভাপতি অমল মিল্টন রোজারিও গ্রন্থটির সকল কবি এবং প্রকাশনা কমিটির সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানান। এরপর বইমেলা লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে ফোরামের সাহিত্য পত্রিকা "আর্শি" স্টলে (স্টল নং ৮৩) সংক্ষিপ্ত পরিসরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। এ সময় ফোরামের গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক জ্যাষ্টিন গোমেজ উপস্থিত নারী কবি এবং অতিথি সকলকে গোলাপ ফুল দিয়ে নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানান। নারী কবিগণ নারী দিবস উপলক্ষে তাদের অনুভূতি ও চিন্তা সহভাগিতা করেন এবং অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। সহ-সভাপতি পিউস ছেড়াও বইটিতে লেখার জন্য সকল কবি এবং সম্পাদক পরিষদকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

০৩ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। এটি বাংলাদেশে প্রথম স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ হিসেবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা কর" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কল্পে কাজ করে চলেছে। ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ'তে আগ্রহী, দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্য	প্রধান দায়িত্ব ও কতর্ব্যসমূহ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	**ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর - সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট** বয়স : ২৫ - ৩৫ বছর	১ জন (নারী)	১. মাঠ পর্যায়ে লক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে দল গঠন করা এবং সচেতনতা প্রদান করা। ২. কমিউনিটিতে যুব নারীদেরকে নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সভা পরিচালনা করা, কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা এবং প্রতিবেদন তৈরী করা। ৩. স্থানীয় সরকার ও নেট-ওয়ার্ক-এর মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত নারীদেরকে সহায়তা প্রদান করা।	• যে কোনো স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। • কম্পিউটার ব্যবহারে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হতে হবে। প্রার্থীকে উদ্যোগী, কর্মঠ ও যোগাযোগের দক্ষতা থাকতে হবে। • বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে দুই (২) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • বেতন আলোচনা সাপেক্ষে

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী :

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি জমা দিতে হবে।
২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র সংযুক্ত করতে হবে।
৩. বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।
৪. জীবন-বৃত্তান্তে দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

সম্পূর্ণ আবেদনপত্র **আগামী ৩১ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ** এর মধ্যে নিম্নে লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে)। কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে।

YWCA

সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ
১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড
ঢাকা-১২০৫
ই-মেইল ঃ
dhakaywca@gmail.com

বিজ্ঞ/৫৩/২৬

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। জেরী প্রিন্টিং প্রেস একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানা। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই জেরী প্রিন্টিং প্রেস হয়ে উঠেছে আস্থার প্রতীক। তাই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মানুষ ছাপা করছে জেরী প্রিন্টিং-এ।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ০৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 09
Regd. No. DA-33
❖ 15 - 21 March, 2026, ১ - ৭ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের দ্বিতীয় বাঙালি আর্চবিশপ প্রয়াত মাইকেল রোজারিও'র উনিশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

'বাংলাদেশ মণ্ডলী বিনির্মাণে আপনার অসামান্য অবদান চিরঅম্লান হয়ে থাকবে'

প্রিয় সুধী,

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন। আপনাদের সকলের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আগামী ১৮ মার্চ, বুধবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল গির্জায় প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র অষ্টাদশ মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হবে। আর্চবিশপের চিরশান্তি কামনায় পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের **মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই।**

এই বিশেষ দিনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সকলকে আমন্ত্রন জানাই।

- অনুষ্ঠানসূচী -

বিকাল ৫টা : সহভাগিতা ও প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন
৫:৩০ মিনিট : পবিত্র খ্রিষ্টযাগ, কবর আশীর্বাদ ও শ্রদ্ধা নিবেদন

শুভেচ্ছান্তে—
রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল এবং আর্চবিশপ সহ রমনা আর্চবিশপস্ হাউজের বিশপ-ফাদারগণ।

বিজ্ঞ/৪৮/২০২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi
Youtube:@WeeklyPratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org